Book House Pedia

নিমফুল হাওয়া

ধ্রুব এষ

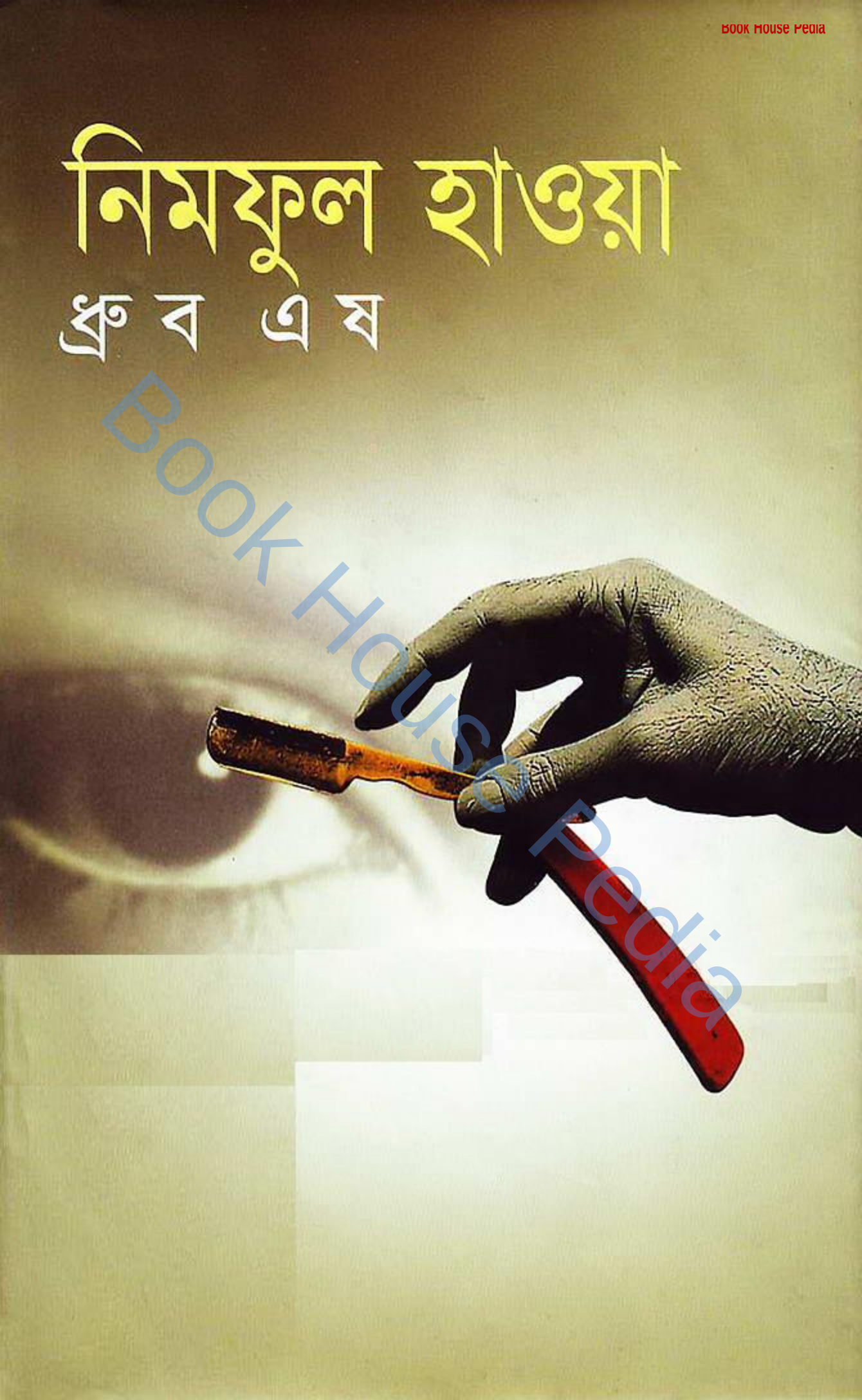

Book House Pedia

Book House Pedia

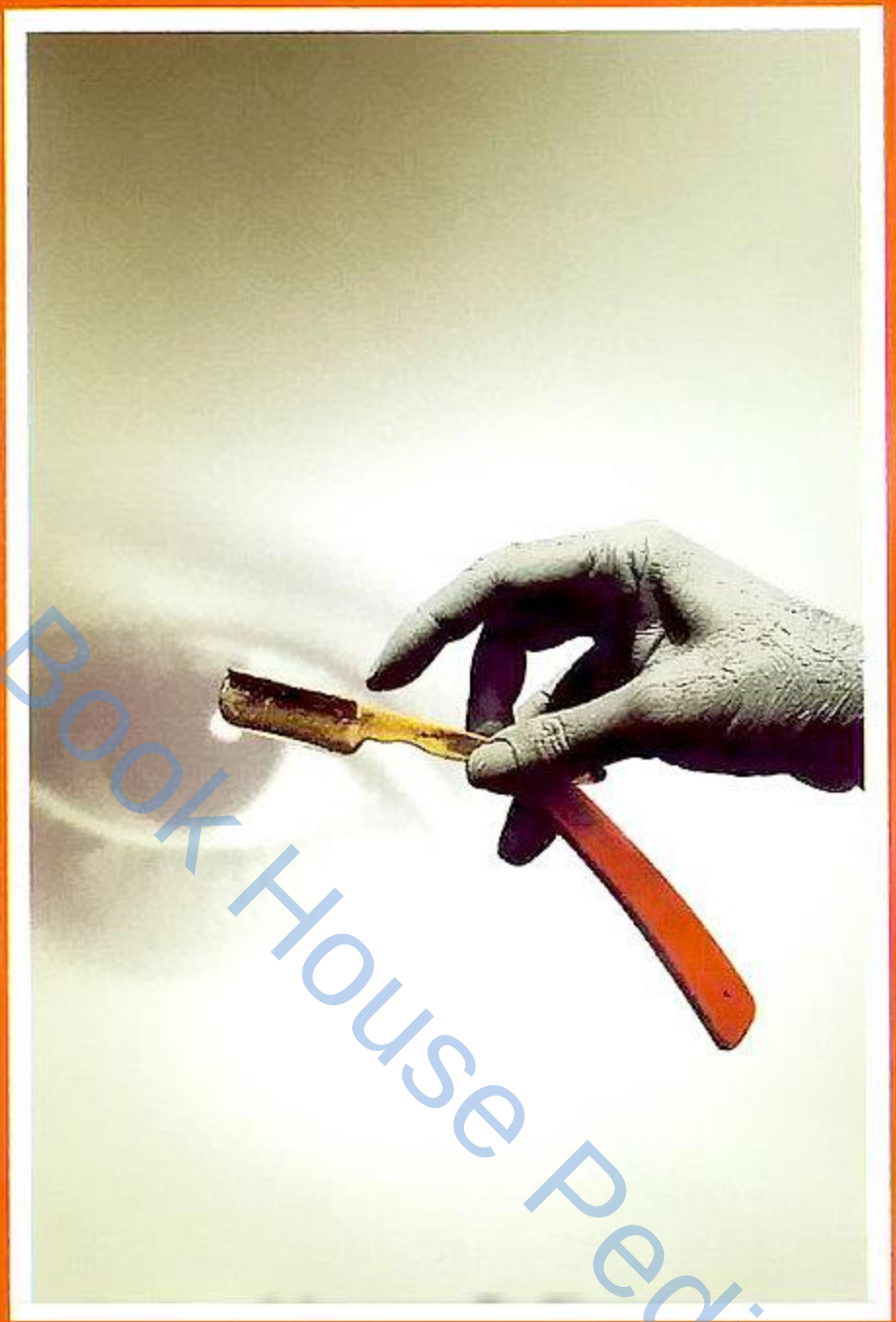

Book House Pedia

শ্বাসরুদ্ধকর কয়েকটি গল্প

- নিমফুল হাওয়া
- আশাউড়া রেল ইস্টিশনের পাথর
- মাটির কণ্ঠস্বর
- বানরটুপি
- কবরের নৈঃশব্দ্য

Book House Pedia

উ ৎ স র্গ

কথাসাহিত্যিক

আনিসুল হক

আমাদের মিটুন ভাই

প্রিয় একজন

Book House Pedia

Book House Pedia

সূ চি প ত্র

নিমফুল হাওয়া ০৯
আশাউড়া রেল ইস্টিশনের পাথর ২৪
মাটির কণ্ঠস্বর ৩৪
বানরটুপি ৪৯
কবরের নৈঃশব্দ্য ৬৩

Book House Pedia

Book House Pedia

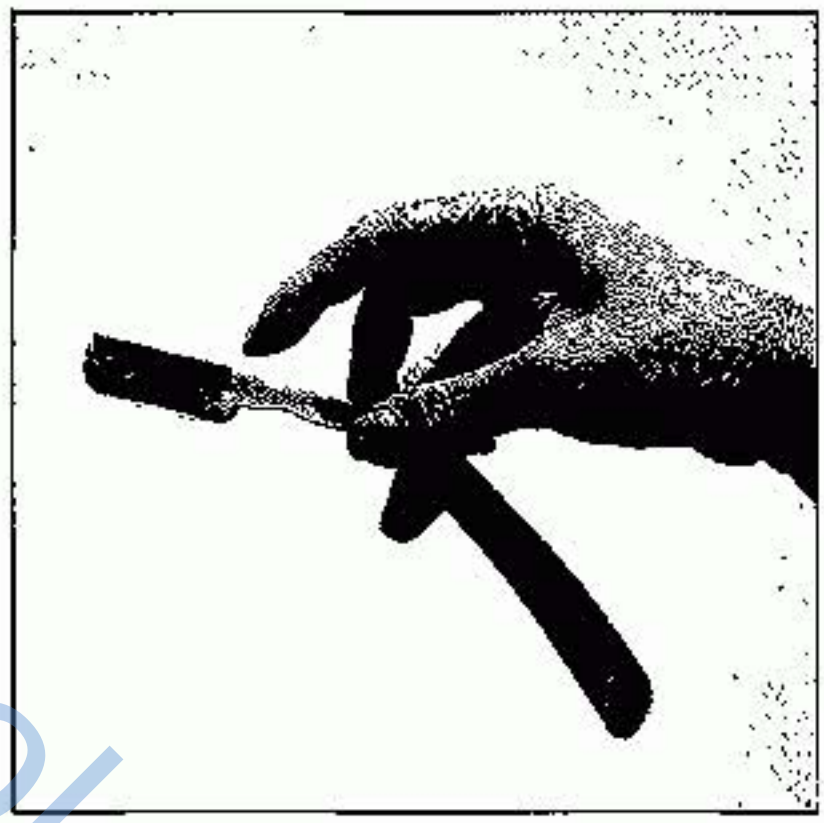

নিমফুল হাওয়া

বউ মরে গেছে জাফর সাদেকের।

জাফর সাদেক, বয়স ৪১।

বাংলার অধ্যাপক এবং ছোটগল্পকার।

ছোটকাগজ ছাড়া লিখে না।

এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ২।

১. সাতটি তারার তিমির দেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আমি কী দেখব?

২. ৎ

দুটো গ্রন্থই আলোচিত এবং মুদ্রণ নিঃশেষিত।

আরেকটা গ্রন্থ প্রকাশিতব্য। এই গ্রন্থের নাম এখনও ঠিক করতে পারেনি গল্পকার।

জাফর সাদেকের বউ রুমু। রুমানা আফরোজ।

তার বয়স স্থির হয়ে গেছে বত্রিশে।

Book House Pedia

আর বাড়বে নাএবং কমবে না।

রুমু আর্কিটেক্ট।

আর্কিটেক্ট ছিল বলতে হবে এখন।

কাজ করতো 'শি'তে।

এস এইচ ই।

সুইট হোম এভার।

এটা একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি।

মাসে আটচল্লিশ হাজার টাকা সেলারি ড্র করত রুমু।

না হলে একটা ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকতে পারে তারা?

জাফর সাদেক বেতন পায় কত?

বইয়ের রয়্যালিটি এক পয়সা পায় না।

যারা গল্প নেয়, টাকা দেয় না।

রুমু যদি তার প্রেমে না পড়ত, জাফর সাদেক কী এমন নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করিতে পারিত? নেভার। কখনো না।

নিশ্চিত মেসে থাকতে হতো তাকে।

ফকিরাপুল কি জিগাতলা এলাকায়।

একটা রুম নিয়ে হয়ত থাকত।

তার বদলে ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট!

কাসল মেইড ইন দ্য এয়ার!

হাওয়ায় দুর্গ নির্মিত হয়েছে!

অ্যাপার্টমেন্টের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করেছিল রুমু। লিভিং রুম, ডাইনিং, ড্রয়িং রুম, রিডিং রুম, জাফর সাদেকের জন্য লেখালেখির স্পেস... চেয়ার টেবিল এবং ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট- সব।

এখন বলতে হবে, করেছিল রুমু।

করেছিল...করত...ছিল...পারত... একটা পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে রুমু। আহারে!

Book House Pedia

আজিজ মার্কেট

শাহবাগ

ঢাকা ১০০০

একটা সিরিয়াল দেখায় টিভিতে।

এই সিরিয়ালের এক আধটা পর্ব হতে পারত তাদেরকে নিয়ে। আজিজ মার্কেটের তিনতলার একটা সিঁড়ি সংলগ্ন দেয়ালে লেখা ছিল অনেকদিন, জেড প্লাস আর। কাঠ পেন্সিলে লেখা তখনকার তরুণ অধ্যাপক জাফর সাদেকের। ছেলেমানুষি।-প্রেম ছেলেমানুষ করেই লেখকদের। কত কি হয়?

সময়, আট বছর আগের একদিন।

স্থান : আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

অপরাহ্নের রোদ ছিল আকাশে।

আর আকাশ নীল রঙের ছিল।

আজিজ মার্কেটের তিনতলার সিঁড়িতে জাফর সাদেক দেখল রুমানা আফরোজকে। শাদা পানজাবি, নীল ট্রাউজারস। অনেক পাওয়ারের চশমা তখনই পরে থাকতে হয় জাফর সাদেককে। চশমার কাচ এত ভারি, তার চোখ দুটো অনেক বড় বড় দেখায়। সেই বড় বড় দুটো চোখে রুমানা আফরোজের চোখের মায়া কি পড়ল? কী মনে হলো জাফর সাদেকের?- এতদিন কোথায় ছিলেন?- এছাড়া আর কী মনে হবে?- মিস সেন এ!...পাখির নীড়ের মতো...?- আজিজ মার্কেট ভিত্তিক প্রেমকাহিনীসমূহের একটার স্টার্ট লাইন হলো এরকম।

স্টার্ট- ওয়ান, টু, থ্রি...!

অতঃপর দৌড়।

এক ট্র্যাকে দৌড় প্রেমিক-প্রেমিকার।

প্রেম যে রকম ছেলেমানুষি, সেরকম মনে হয় রানিংট্র্যাকও। এবং ভালো সেই রানিংট্র্যাকের ফিনিশিং পয়েন্ট আপাত অস্পষ্ট থাকলেই।

জাফর সাদেক।

রুমানা আফরোজ।

তারা প্রেম করেছে অনেকদিন।

তিন বছর আট মাস।

এর মধ্যে রফিক আজাদের বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত লাইনটার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকবার। জেড প্লাস আর লিখে রাখার মতো কান্ডও বিস্তর হয়েছে। তবে বিয়ে বা সংসারের ব্যাপার এই সবের মধ্যে ছিল না। তিন বছর আট মাস আগের মাত্র একদিন আগেও ছিল না। তিন বছর আট মাস প্রেম করে তারা

Book House Pedia

একদিন বিয়ে করে ফেলল। পুরানা পল্টন লাইন কাজি অফিসে। রুমানা আফরোজ শৈশবে পিতৃহীন এবং তার মা অতি-তেজস্বিনী মহিলা। তিনটা কোম্পানির এম ডি। মহিলার বাবা দেশভাগের আগে সিএমএলএ না কী ছিলেন। মেয়ের বিয়ে তার পছন্দ হয়নি। তবে উইশ করেছিলেন এবং হীরার দুটো আংটি লোক মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রুমু রেখেছে।

মায়ের সঙ্গে রাগ করেনি একটুও।

'তুমি কিছু মনে করো না। আমার মা এরকমই। স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড আর অনেস্ট। এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুইট, সবচেয়ে গুড মাদার। তোমার মতো একটা পাগল-ছাগলকে তার মেয়ে বিয়ে করেছে, পছন্দ না-ই হতে পারে তার। পারে না, বলো?'

-পারে।

ব্যস্ত সমস্ত তেজস্বিনী মহিলা তাদের বাসায় কখনো আসেননি। সেই প্রথম একদিন উইশ করা ছাড়া আর কখনো কথাও বলেননি মেয়ের জামাই জাফর সাদেকের সঙ্গে। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। রোজ নিয়ম করে ফোন করতেন একবার। জাফর সাদেক তার কথা শুনেছে অনেকদিন। ফোনের মাইক্রোফোন অন করে রুমুই শোনার ব্যবস্থা করে দিত। কী কথা? উদাহরণ–

'তুমি কি করো লি'ল এন?'

লি'ল এন হলো লিটল এনজেল।-রুমানা আফরোজ।

'বসে কার্টুন দেখি, মাদার গুজ।'

মাদার গুজ হলেন তেজস্বিনী মহিলা।

'টুইনির বেবি হয়েছে, শুনেছো?'

'শুনেছি, মাদার গুজ। নেটে পুচকির ছবিও দেখেছি। একদম একটা উমটুম পুমটুম হয়েছে! না, বলো? তুমি দেখোনি?'

'দেখেছি। সুইট। কিন্তু রাত হয়ে গেছে, লি'ল এন।'

'তোমার ঘুমের সময় হয়ে গেছে, বলো। গুড নাইট, মাদার গুজ।'

'গুড নাইট, লি'ল এন, সুইট ড্রিমস।'

'সুইট ড্রিমস, মাদার গুজ।'

–চিন্তা করা যায়?

কাল রাতেও মাদার গুজ তার মেয়েকে ফোন করেছিলেন। আজ রাতেও হয়ত করবেন। হয়ত না, করবেন। কিন্তু লি'ল এন, তার ফোন ধরবে না। কখনো না আর। 'সুইট ড্রিমস মাদার গুজ' আর কখনো বলবে না।

Book House Pedia

চার বছর প্লাস ধরে সংসার।

তারা একটা বাচ্চা চায়নি এমন না, কিন্তু হয়নি।

তারা ডাক্তারের কাছে গেছে এবং চেকআপ করিয়ে দেখেছে।

সমস্যা নেই রুমানা আফরোজের।

সমস্যা নেই জাফর সাদেকের।

তা হলে একটা উমপুট পুমটুম বেবি কেন তাদের হচ্ছে না?

হচ্ছে না হবে। ডাক্তার বলেছেন, এরকম হয়ই।— বিয়ের আঠারো উনিশ বছর পরও, বাচ্চা হয় নাকি অনেকের।

আঠারো উনিশ ব ছ র?

ততদিনে জাফর সাদেকের কত?

একচল্লিশ প্লাস আঠারোই ধরা যাক। আট আর এক নয়, আর এক আর চার, পাঁচ... উনষাট বছর! জাফর সাদেক বাবা হবে শেষে উনষাট বছর বয়সে?

তবে এটা কোনো সমস্যাই ছিল না।

বাচ্চা হলে কি? না হলে কি?

প্রেম কমে যাচ্ছিল তাদের?

জাফর সাদেকের?

রুমানা আফরোজের?

এক ফোটা না।

নিশ্চিত ছিল রুমানা আফরোজ।

নিশ্চিত ছিল জাফর সাদেকও।

বাচ্চা হোক কিংবা না হোক, ভালোবাসতে বাসতে একটা জীবন তারা পার করে দিতে পারবে। জাফর সাদেক গল্প লিখবে, রুমানা আফরোজ গল্প পড়বে।

কিন্তু একটা কথা আছে স্তাঁদালের।— 'ঈশ্বরের পৃথিবী!' কেন নয়? এই পৃথিবীর একটা পাখিও তোমার হিসাব নিকাশ অনুযায়ী ওড়ে? তুমি যেমন চাও সেরকম ওড়ে একটা মরা হলুদ পাতাও? তা হলে? তুমি কেন বলো তোমার পৃথিবী?

জাফর সাদেক স্তাঁদালের সমর্থক। এছাড়া স্পষ্ট মনে পড়ে না, কোন শৈশবে 'মহাভারত' যাত্রাপালা দেখেছিল সে।

'যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে!

তুমি নিমিত্ত... নিমিত্ত মাত্র, হে অর্জুন! ও হ্ হো! হো! হো! হোঃ!'

এরকম ডায়লগ ছিল কার না?

কৃষ্ণর।— পালার একটা কথা বিশেষ করে খুবই মনে আছে জাফর সাদেকের। কৃষ্ণ রূপধারী পালাকার লোকটা 'নিমিত্ত' না, বলত, 'নিরমিত্ত'।— নির-

Book House Pedia

মিত্ত মাত্র হে অর্জুন!

জাফর সাদেক ও 'নিরমিত্ত' তা হলে?

না হলে কেন?

তিন বছর আট মাসের সংসার, তারা কি আর ঝগড়া-ঝাটি করেনি? কখনো কোনদিন?

ব্যাপক করেছে।

মিষ্টি গলায় পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াবী কথাটা বলতে পারত রুমানা আফরোজ। ঠাণ্ডা গলায় দুনিয়ার সবচেয়ে রূঢ় কথাটা বলতে পারত রুমানা আফরোজ। অনেক বলেছে। ভুলেও গিয়েছে। অত মনে রেখে কিছু বলত না। একদিনের কোল্ডওয়ারের কথা মনে পড়ে জাফর সাদেকের। ভীষণই খেপে গিয়েছিল সে, 'এটা সংসার! সংসার বলে এটাকে?'

'তুমি শাউট করো না, প্লিজ।' ঠাণ্ডা গলা ছিল রুমানা আফরোজের, 'এটা সংসার নয়। আই থিংক এটাকে সংসার বলে না। আমরা দাম্পত্য জীবনযাপন করছি। মেরিটাল লাইফ। সংসারের ব্যাপারটা মোর ওয়াইড।'

লাস্ট নেইল অন দা কফিন!

সংসার কি? বাচ্চা-কাচ্চা?

জাফর সাদেকের মনে হয়েছিল রুমানা আফরোজকে মারধোর করে সে। –বুয়া দেখে ফেললে ঝুশকিলে পড়বে, এই চিন্তায় কিছু করেনি। পরে এই ফিলিং নিয়ে সে একটা গল্পও লিখেছে।–'অন্ধকারের ভেতরে একটা ঠাণ্ডাযুদ্ধের গহীন অন্ধকার।'

রুমানা আফরোজ পড়েছিল এবং ধরতে পেরেছিল জাফর সাদেককে। পেরে কি হাসি!–'তোমার আর বয়স হলো না! কি না কি আমি বলেছি, উনি গল্প লিখে বসেছেন! তুমি ভাই পারোও!'

জাফর সাদেক ইনসোমনিয়াক না। তার ঘুম হয়। তবে অল্প। গড়ে তিন ঘণ্টা করে সে ঘুমায়। ঘুমায় রাত তিনটায়। ওঠে ছয়টায়। রুমানা আফরোজের বেডটাইম বারোটা। পরের সময়টা অতএব, একান্তই জাফর সাদেকের। অধ্যাপক না, মানুষ এবং গল্পকার জাফর সাদেকের। সময়টা তার মতো করে সে কাটায়। লেখে কোনোদিন, পড়ে কোনোদিন, চোখ বন্ধ করে ভাবে কোনোদিন।

কাল রাতে চিনুয়া আচেবের 'নো লংগার এট এইজ'-এর অনুবাদ পড়েছে।

Book House Pedia

পড়া শেষ করে ঘুমিয়েছে। উঠেছে ছয়টায়। উঠে দেখেছে ঘুমন্ত রুমানা আফরোজকে। স্নিগ্ধ ও পবিত্র। এটা মনে হয় সবদিন সকালেই। সে ঘুম কাটায় রুমানা আফরোজের বয়স বাড়ল কিনা দেখতে দেখতে। এক রাত, এক দিন, এক মাস, এক বছর...বয়স আর বাড়েনি রুমানা আফরোজের। জেড প্লাস আর–কালীন রুমানা আফরোজ আর এই যে রুমানা আফরোজ, আজ সকালেও জাফর সাদেক যার মুখ দেখে তার ঘুম ঘুম ভাব কাটিয়েছে, সে একদম এক রকমই আছে। এক ফোটা লাবণ্য কমেনি। আশ্চর্য! সেই চোখ, ঠোঁট, শার্প ড্রয়িং। –বয়স বেড়েছে জাফর সাদেকের। ৪০-এর পর এখন ৪১। ক্রমে কী ৫০-৫১, ৬১-৬২, ৬৩-৬৪ এমনই হবে না? তেমাথা বুড়ো হয়ে সে মরবে। তবে আজ সকালে সে তার বয়সের কথা ভাবছিল না। দেখছিল রুমানা আফরোজের মুখটা। চোখের পাতা কাঁপছে রুমানা আফরোজের। তার মানে স্বপ্ন দেখছে সে? কী স্বপ্ন দেখছে? সুখস্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? মাত্র সকালের আলো তখন তাদের ঘরে কিছুটা পড়েছে। তারা একটা জানালা খোলা রেখে ঘুমায়।

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে।

আর নিমফুল ফুটেছে কোথায়ও।

হাওয়ার সঙ্গে সেই আশ্চর্য ঘ্রাণ।

জাফর সাদেক একটা নাম দিল হাওয়ার– নিমফুল হাওয়া। আর ভাবল...

রুমানা কী এই নিমফুল হাওয়ার ঘ্রাণ পাচ্ছে?

ঘ্রাণ পায় ঘুমন্ত মানুষজন?

পায় মনে হয়।

রুমানার স্বপ্নের মধ্যে তা হলে নিমফুলের ঘ্রাণ ঢুকে পড়েছে?

তার ঠোঁটে অল্প হাসি কী ফুটল?

রুমানা আফরোজের?

আচ্ছা মেরে ফেললে কেমন হয় একে? রুমানা আফরোজকে?– জাফর সাদেক চিন্তা করল এবং আশ্চর্য! বিচলিত হলো না। অথচ এর আগে কখনোই এরকম কু-চিন্তা তার মাথায় আসেনি। অনেক অনেক ঝগড়ার পরেও না। তা হলে?

বিব্রত-বিহ্বল জাফর সাদেক দেখল ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে চিন্তাটা।

মেরে ফেললে...

মেরে ফেললে কেমন হয়...

মেরে ফেললে কেমন হয় একে...

রুমু...

রুমানা...

Book House Pedia

রুমানা আফরোজ...

রুমানা আফরোজ...

মেরে ফেললে কেমন হয় এই লি'ল এন রুমানা আফরোজকে...

কিন্তু আহা!

কিন্তু কেন?

জাফর সাদেক এই কিন্তু– চিন্তার জন্য দায়ী করল নিমফুল হাওয়াকে। নিমফুল হাওয়া এমন একটা চিন্তা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে!

গলা টিপে ধরে রুমানা আফরোজের, মনে হলো জাফর সাদেকের।

না কী মুখের উপর বালিশ চেপে ধরবে?

ছুরি আছে ঘরে। বটি আছে। এনটিকাটার আছে। কিন্তু রক্তপাত! ...জাফর সাদেক সহ্য করতে পারবে না। সিনেমায় দেখলেই হয়ে যায় তার! অসুস্থ বোধ হয়! তাহলে?

কিন্তু–

জাফর সাদেক কী সিরিয়াস?

নিমফুলের ঘ্রাণে ভরে গেছে ঘর।

নিমফুল হাওয়া!

জাফর সাদেক অবশ্যই সিরিয়াস। মেরে ফেলবে সে রুমানা আফরোজকে। তবে এজন্য কোনরকমের উত্তেজনা তার ভেতরে হচ্ছে না। যুক্তি তর্ক মাথার ভেতরে উঠছে না। কেন সে এটা করবে?- মোটিফ?– কিছু না।

মোটিফ ছাড়া কেউ খুন করে কখনো?

কেউ করে না, সে করবে।

কী হয়েছে?

নিমফুলের ঘ্রাণ! নিমফুলের ঘ্রাণ! এই সময় তাকাল রুমানা।

ঘুমের এক ফোটা চিহ্ন মুখে নেই তার।

তাকিয়ে হাসল।

জাফর সাদেক বলল, 'উম্‌মু!'

রুমু থেকে রুম্‌মু থেকে 'উম্‌মু'।

রুমানা বলল, 'উম্‌ম্‌ম্‌?'

Book House Pedia

'আমি তোমাকে মেরে ফেলি, উম্মু?'

'মেরে ফেলো।'

'সিরিয়াসলি কিন্তু।'

'আচ্ছা বাবা, মেরে ফেলো।' রুমানা হাসল, 'চশমাটা আগে পরো, কানা মিয়া। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এখন?'

আরে! চশমা আবার সে কখন খুলল। খুলে বেডসাইড টেবিলে রেখেছে! কখন?

চশমা পরে নিল জাফর সাদেক।

আরও স্পষ্ট হলো রুমানা আফরোজ।

চোখ নাক ঠোঁট আর চিবুকের মায়া সমেত।

নিমফুল হাওয়া!

নিমফুল হাওয়া!

একটা ঘোরের মধ্যে জাফর সাদেক গলা টিপে ধরলো রুমানা আফরোজের। কতক্ষণ ধরে?... কিছু বুঝে বা না বুঝেই নিঃসাড় হয়ে গেল রুমানা আফরোজ।

নিমফুল হাওয়া!

নিমফুল হাওয়া!

ক্লান্ত জাফর সাদেক ওয়াল ক্লক দেখল।

৬টা ৮ বাজে।

তাদের বুয়া আসে ৮টায়। ড্রাইভার পোনে ৯টায়।

৯টায় তারা বের হয়ে যায়।

আজ থেকে এই রুটিন ক্যানসেল।

অধ্যাপক গল্পকার জাফর সাদেক এখন একজন হত্যাকারীও!

হত্যাকারী!

খুনি!

কিন্তু সে কেন এটা করল?

মোটিফ কী খুনের?

নো মোটিফ।

মোটিফ থাকতেই হবে কেন খুনের?

মনে হলে কত কি করা যায়, আর একটা খুন করা যাবে না?

লেখা আছে কোথাও?

বলা হয়েছে?

Book House Pedia

জাফর সাদেক ফ্রেশ হলো এবং এক মগ কফি বানালো। কফির ঘ্রাণ এবং তেতো স্বাদ তাকে অবহিত করল, তার ঘর থেকে উড়ে গেছে আশ্চর্য নিমফুল হাওয়া।

জাফর সাদেক ভাবল, তা হলে?

সে এখন বসবে লিখতে?

তরতাজা ফিলিংস। লিখলে জমবে।

কিন্তু দেরি হয়ে যাবে এদিকে।

বুয়া, ড্রাইভার ইত্যাদি মুশকিল।

৭টা ১ মিনিটে জাফর সাদেক বের হয়ে গেল তাদের ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। তাদের বেডরুমে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকল রুমানা আফরোজ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন...।

জাফর সাদেক অনেকক্ষণ সূর্য দেখে হাঁটল।

ব্যস্ততা দেখল নগরীর।

সকাল ৭টা না বাজতেই এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে এই পিকিউলিয়ার নগরী? রাস্তায় নেমে পড়ে দুনিয়ার লোকজন? বাস রিকশা ট্যাক্সি অটোরিকশা, সব মিলিয়ে এমন একটা মহা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়?

একটা রিকশা দেখল জাফর সাদেক। আরও অনেক রিকশা রাস্তায়। কিন্তু তার মনোযোগ টানল একটাই। এই রিকশার বডিতে এক নায়িকার ছবি আঁকানো। পত্রিকায় সে এই নায়িকার অনেক ছবি এবং ইন্টারভ্যু দেখেছে। কিছু টিভি অ্যাডেও দেখেছে। বিখ্যাত নায়িকা। পৃথুলা। তার বুকের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে ছবিতে। ছবির নিচে লেখা, 'আমি পরিবেশ দূষণ মুক্ত।'

এটা কে? বিখ্যাত নায়িকা? নাকি রিকশাটা?

...

আরেকটা রিকশায় লেখা, 'দানব-মাস্তা।'

আরেকটা রিকশায় লেখা, 'গ্যারান্টি সহকারে চিকিৎসা করা হয়...' কিসের চিকিৎসা করা হয়, নিচে ফিরিস্তি। চিকিৎসালয় যাত্রাবাড়িতে। 'বাস্ট্যান্ডের উত্তর পার্শ্বেস্থ ওবারব্রিজ হইতে নামিলে দেখিবেন।'

হঠাৎ একটা দুঃখবোধ বড় আক্রান্ত করল জাফর সাদেককে। এই নগরীর জন্য দুঃখবোধ। তার মনে হলো এমন দুঃখিনী নগরী, দুনিয়াতে আর একটাও নেই। এই নগরীর যারা খায় আর পরে, তারাই দুর্নাম করে এই নগরীর। নিজেদের

Book House Pedia

নিজেদের শহর বুকে মাথায় নিয়ে তারা বাস করে এই নগরীতে। তাদের বৃষ্টি প্রিয় তাদের শহরের। তাদের জোছনা প্রিয় তাদের শহরের। তাদের মেঘ প্রিয় তাদের শহরের। অথচ তারা এই নগরীতে থাকে, করে কম্মে খায়। এই নগরীর নিজস্ব মানুষজন, নিজস্ব সংস্কৃতি, তাদের কাছে ঠাট্টা মশকরার বিষয়! চিন্তা করা যায়? দুঃখিনী মায়াবী নগরী, এরপরও থাকতে দেয় তাদেরকে! বিশ্বাসঘাতকদের! এমন নগরী দুনিয়ায় আর আছে একটাও? আছে কি না বলতে পারত লি'ল এন রুমানা আফরোজ। তেজস্বিনী মহিলা বলতে পারবেন? তাকে কি ফোন করে দেখা যায়? মোবাইল ফোন সংগে নিয়ে বেরোয়নি, 'মোবাইল ২/- টাকা মিনিট' দোকান থেকে একটা কল দিল জাফর সাদেক। হ্যালো টিউন শুনল।

ইউ মে সে আই অ্যাম আ ড্রিমার

বাট আম নট দ্য ওনলি ওয়ান...

জন লেননের 'ইমাজিনে'র শেষটুক। এটা রুমানা আফরোজের ফোনের হ্যালো টিউন। কে ধরবে?

জাফর সাদেক অত্যন্ত সংকোচ সহকারে বলল, 'একটা এসএমএস করা যাবে, ভাই?'

'মোবাইল ২/- টাকা মিনিটে'র দোকানদার, তরুণ হুজুর প্রকৃতির ব্যক্তি, তাকে বিরক্ত চোখ করে দেখল।

বলল, 'না, এসএমএসে-র নিয়ম নাই।'

'বিশ টাকা দিলে হবে না?'

হবে না কেন?

অবশ্যই হবে।

'নাম্বার বলেন?'

জাফর সাদেক বলল।

তরুণ হুজুর এসএমএস অপশনে গিয়ে নাম্বারটা টাইপ করে বলল, 'কি ল্যাখবো বলেন।'

জাফর সাদেক বলল, 'আমি লিখে দেই?'

বিশ টাকা! অতএব...

ম্যাসেজটা জাফর সাদেকই লিখল।

DHAKAR MOTO DUKKHI NOGORI EKTAO AACHE KOTHAO?

ম্যাসেজ সেন্ড এবং ডেলিভারড হলো। ফোন খোলা রুমানা আফরোজের কিন্তু এই ম্যাসেজটা সে কখনো পড়বে না। কখনোই না।

Book House Pedia

নাহ্, এটা ঠিক হয়নি।

রুমানা! রুমু।

রুমু

রুমু

রুমু

এক কোটি

দুই কোটি

তিন কোটি

চুমু!

নাকি ঘটনা ঘটেছে দুঃস্বপ্নে?

দুঃস্বপ্ন!

জাফর সাদেক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে?

দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন?

বুনুয়েলের ছবির মতো দুঃস্বপ্ন? তার বেডরুমে ডাকপিওন এবং একটা এমু ঢুকে পড়েছে!

এমু এক প্রকারের পাখি।

জাফর সাদেক ফিটফাট লোক না। ল্যাবেন্ডিশ প্রকৃতির। এই লম্বা চুলে দেখা যায় তাকে, এই বাটিছাঁট চুলে দেখা যায়। খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকে প্রায়শই। একই দশা গোঁফের ক্ষেত্রেও। এটা যে তার কলেজের স্টুডেন্টদের কমন রুমের আড্ডার একটা খোরাকী, অবগত সে। জে সি বোস অনেকবার অবগত করেছেন। জে সি বোস মানে, জে ফর জগদীশ, সি ফর চন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র বোস। বসু না ইনি বোসই লিখেন। বলেন ও, বোসই।—'আমি ভাই উঠি না, বোসি। বোস বললেই কেমন বসে পড়তে পারি, না? এছাড়া জগদীশ চন্দ্র বসু দুনিয়াতে হয় একটাই। 'বসু' লিখলে আমার মনে হয় অসম্মান করা হবে তাঁকে। হঃ! হাঃ! হাঃ!'

জগদীশ চন্দ্র বসু

উদ্ভিদকে বলেছেন পশু...

এটা কার লেখা?

অন্নদাশংকর?

অন্নদাশংকর।

Book House Pedia

আরেক মহাত্মা।

জে সি বোসও একজন ছোটখাটো মহাত্মা। ইনিও উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক। আঠারো উনিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন। জনপ্রিয় অধ্যাপক কলেজের। ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক সব স্টুডেন্টের সঙ্গে। তার মাধ্যমে জাফর সাদেক অবগত হয়েছে যে, তার দুটো নাম দিয়েছে স্টুডেন্টরা। এক. দেড় ব্যাটারি। দুই. লেবু মিয়া। চশমা পরে বলে দেড় ব্যাটারি। আর, ল্যাবেন্ডিশ থেকে লেবু মিয়া।...তবে একটা মেয়ে আছে, সব গল্প পড়ে জাফর সাদেকের। অনুরূপা সান্যাল। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। গল্প পড়ে বলেও জাফর সাদেককে। মুগ্ধ বিস্ময় দুই চোখে নিয়ে বলে। সেও দেড় ব্যাটারি, লেবু মিয়া বলে? না, মনে হয়। কিন্তু এই অনুরূপা সান্যালের কথা কখনো বলা হয়নি রুমুকে। একবারও না। এটা অপরাধমূলক হয়েছে। অপরাধ স্বীকার করল জাফর সাদেক এবং মোবাইলে ফোন করা যায়, এমন আরেকটা দোকানে ঢুকল।

আরেকটা নাম্বার আছে রুমানা আফরোজের। এটা সব সময় বাসায় থাকে এবং ওপেন। কেউ কল করলে রেকর্ড হয়ে থাকে। রাতে ফিরে শোনে রুমানা আফরোজ। গুরুত্ব বিবেচনা করে কল ব্যাকও করে।

ফোনের দোকান থেকে সেই নাম্বারে ফোন করল জাফর সাদেক। রিং বাজল এবং রুমানা আফরোজের রেকর্ডেড ভয়েস শোনা গেল, 'আমি রুমানা। এই মুহূর্তে ফোন ধরতে পারছি না। দুঃখিত। কিছু বলার থাকলে বলে রাখতে পারেন। আমি কল ব্যাক করব।'

বাংলার পর ইংলিশ।

শুনে জাফর সাদেক ইনফরমেশন রাখল, 'ও উম্মু, আমি তোমাকে কখনো কী অনুরূপা সান্যালের কথা বলেছি? জ্যোতির্ময় সান্যালের মেয়ে? না বলা অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা করে দিও, সোনা।'

ফোনের দোকান সংলগ্ন সেলুন। এয়ার কন্ডিশনড।

গালে হাত দিল জাফর সাদেক।

বি ফ্রেশ এন্ড রিফ্রেশ।

জাফর সাদেক সেলুনে ঢুকল।

ইউনিফর্ম পরা সেলুনের লোকজন।

জাম রঙের 'বেয়ারা-ইউনিফর্ম।'

আচার আচরণ ভদ্র ও অমায়িক।

'চুল কাটাবেন সার? নাকি সেইভ হবেন?'

জাফর সাদেক হাসল, 'ন্যাড়া মুন্ডু হবো।'

Book House Pedia

'ইয়েস সার, বসেন।'

জাফর সাদেক একটা চেয়ারে বসল। তার পাশের চেয়ারে আরেকজন। তার চুল কাটা হয়ে গেছে। এখন তাকে বানানো হচ্ছে। জাফর সাদেক বলল, 'ইয়ে... গোঁফ দাড়িও-'

'ইয়েস সার।'

মস্ত এটা রঙিন টাওয়েল দিয়ে পেচিয়ে দেয়া হলো জাফর সাদেককে। আয়নায় সে দেখল। সমুদ্রের তলদেশের ছবি টাওয়েলে। রঙিন মাছ, প্রবাল, সামুদ্রিক উদ্ভিদ। এত রঙ নাকি সমুদ্রে?

আর সেলুন না আয়নামহল এ?

আয়না ফিট করা দেয়াল টু দেয়াল। যেদিকেই সে তাকাল, তার এবং তার পরিপার্শ্বের অগুনতি প্রতিবিম্ব দেখল। রঙিন টাওয়েল পরে বসে আছে সে– অগুনতি অধ্যাপক, অগুনতি গল্প।

আর ক্ষুর।

অগুনতি ক্ষুর দেখা যাচ্ছে আয়নায়।

কিন্তু ক্ষুর! ক্ষুর কেন এরকম একটা সেলুনে! রেজর, ইলেকট্রিক রেজর থাকার কথা এদের। তা না, প্লাস্টিকের হ্যান্ডেলঅলা ক্ষুর! এটা কী ফ্যাশন?

হতে পারে। কিন্তু...

থাক এখন...।

তিন মিনিটের মাথায় জাফর সাদেক তার ন্যাড়ামুণ্ডু– আত্ম-প্রতিকৃতি দেখল।

রুমানা আফরোজ যদি এই রূপ দেখত!

আফসোস রুমু!

বানানো কমপ্লিট। উঠে গেল পাশের চেয়ারের কাস্টমার।

গোঁফ ছাঁটলে জাফর সাদেকের রূপ আরও খুলল।

দাঁড়ি ছাঁটা হলে মনে মনে একবার হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে নিল সে, জাফর সাদেক।

ইস্! রুমু! রুমানা এই রূপ দেখলে!

রুমানা আফরোজ!

রুমু!

উম্মু!

কিন্তু লেইট হয়ে গেছে উম্মু!

এখন লেখা হবে 'লেইট রুমানা আফরোজ।' বক্স নিউজ হবে

Book Mouse Pedia

পত্রপত্রিকায়।

'থুতনিটা একটু উঁচু করেন, সার।'

জাফর সাদেক থুতনি উঁচু করে বসল।

মাথা ঠেক দিয়ে রেখেছে।

ক্ষুর নেমে এল তার গলায়।

সে দেখল। অগুনতি ক্ষুর তার গলায়। আয়না এবং আয়নার ভেতরের আয়নায়। এই সময় এল ঘ্রাণটা।

নিমফুলের ঘ্রাণ!

নিমফুল হাওয়া!

কোত্থেকে? কি করে এল?

আয়নামহল একটা এয়ার-টাইট জোন না?

আয়নামহলের লোকজন পাচ্ছে এই ঘ্রাণটা?

ক্ষুর যে চালাচ্ছে, সে পাচ্ছে?

জাফর সাদেক নিমফুল হাওয়া মাথায় নিয়ে দেখল দৃশ্যটা।—তার গলায় ক্ষুর। ঠাণ্ডা একটা বোধ হলো তার মাথায়। ঠাণ্ডা অনেক রঙিন ফড়িং উড়ল নিউরোনে, নিউরোনে।

ফড়িং না, রুমু।

রুমু! রুমু! রুমু! রুমু!

ঠাণ্ডা অনেক ফড়িং হয়ে গেছে রুমু।

রুমু!

রুমু!

নিমফুলের ঘ্রাণ!

নিমফুল হাওয়া!

রুমু! রুমু! রুমু! রুমু!

নিমফুল হাওয়া!

নিমফুল হাওয়া!

মুখ দিয়ে বুক ভরে একটা লম্বা দম নিল জাফর সাদেক। মুখ বন্ধ করে আটকালো কিছুক্ষণ। তারপর শীরের সব শক্তি নিয়ে হুশ করে দম ছাড়ল নাক দিয়ে। এমন আচমকা, এমনই... এমন... নিঃশব্দে ঠাণ্ডা ক্ষুর বসে গেল তার গলায়... তার কণ্ঠনালী কেটে লাল, উষ্ণ রক্ত...

শেষ একটা নিঃশ্বাস নিল সে, জাফর সাদেক...!

নিমফুল হাওয়ায় নিঃশ্বাস!

Book Mouse Pedia

Book House Pedia

আশাউড়া রেল ইস্টিশনের পাথর

জমাট মানুষের মতো দেখতে।

কিছু কিছু পাথর।

অনেক দূরের এক নিরালা অঞ্চল, আশাউড়ায়...

আশাউড়া!

আশাউড়া কি?

আশা উড়ে যায়?

... যায়। ... কোথায়?

কার আশা কোথায় উড়ে যায়?

এই চিন্তা মাথায় নিয়ে সে নির্জন ইস্টিশন ঘরটা দেখল।

লাল টালির ছাদ, লাল রঙের ঘর। মরা লাল রং বোঝা যাচ্ছে জোছনায়ও। বয়স কত এই ইস্টিশন ঘরের? একশ দশ বিশ বছরের কম না। এত আগে কারা ইস্টিশন বানিয়েছিল এই অচিন এলাকায়? নীলকর শয়তানের বাচ্চারা?

Book House Pedia

হতে পারে!

এই সম্পর্কে ভালো বলতে পারবে রাইয়ান।

নীলকরদের সম্পর্কে রাইয়ান ব্যাপক পড়াশোনা করেছে লন্ডনে। রয়্যাল লাইব্রেরি না কোথায়? পড়া মিলিয়ে দেখতে এসেছে এদিকে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের কুঠি এখনও আছে কয়েকটা। কুঠি না, কুঠির ধ্বংসাবশেষ। কি দেখে, বোঝে রাইয়ানই। সারাদিন ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে। ধ্বংসাবশেষ দেখে। আর কুঠির আর্কিটেকচার, আনুমানিক বয়স, অং বং কত কি। সন্ধ্যায় তল্লাট অন্ধকার হয়ে যায়। জিপ আছে। চাঁদের গাড়ি বলে স্থানীয় লোকজন। সেই একটা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছে রাইয়ান। সেই চাঁদের গাড়ি তাদেরকে নিয়ে যায় নিকটবর্তী পাহাড়ি শহরে। চড়াই-উৎরাই হয়ে যেতে হয়। তেরো-চোদ্দ কিলোমিটারের পাড়ি। তারা উঠেছে একটা মোটেলে। মোটেলের গাড়ি একটাই। সেই গাড়ি নষ্ট। এবং এটা ভালো হয়েছে। চাঁদের গাড়ি চড়ার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা না হলে তাদের হতো না। তাদের চাঁদের গাড়ির ড্রাইভার আনন্দ তঞ্চংগা। আদিবাসী, মধ্যবয়স্ক এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। কথা কম বংশের 'লোকজন'। এটাও ভালো। নাই মামার থেকে যেমন কানা মামা ভালো, নাই কথার থেকে সেরকম কম কথা ভালো। বেশি কথা ভালো না।

আনন্দ তঞ্চংগার মা নাই, বাবা নাই। কেউ নাই। সে একা থাকে তার কুটিরে। ডিউটি সেরে ফিরে মদ খায়। এবং গান গায়।

ও গাবুড়ি কুড়ি যব্ খ না
মূই এক কান ঘর বানাইঅং
তরে ল্ বাইততেই...

এই গানের কথার অর্থ,

ও যুবতী তুমি কোথায় যাও
আমি তোমার জন্যে একটা
নতুন বাড়ি বানিয়েছি...

সত্যি কি আনন্দ তঞ্চংগা এই গান গায়?

আনন্দ তঞ্চংগা গান গায় সে কল্পনা করল এবং মনে মনে দৃশ্যটা দেখল।

অত্যন্ত বিচক্ষণ আনন্দ তঞ্চংগা অত্যন্ত নিচুগলায় গাইছে, ও গা বুড়ি কুড়ি যব্ খ...

আনন্দ তঞ্চংগা কি বিয়ে করবে না?

ভাব-ভালোবাসা করে -উরে?

Book House Pedia

করে-উরে! করে-উরে! ভাটি অঞ্চলের লোকেরা বলে এরকম। কেউ কিচ্ছু করে-উরে না? আনন্দ তঞ্চংগাও কিচ্ছু করে-উরে না? জিজ্ঞেস করতে হবে আনন্দ তঞ্চংগাকে। আরও রাতে যখন তারা ফিরবে। আজ যতক্ষণ পারে জোছনায় নীলকুঠি দেখবে রাইয়ান। তাকে বলেছিল, 'তুইও দেখ না।' সেও দেখবে। তবে পরে। বলেছে, 'পরে।'

'কেন? এখন তুই কী করবি?'

'ঘুরে ফিরে দেখি'

সেই ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে এতদূর।

রাইয়ানের স্পট থেকে কতদূর এখানটা?

আশাউড়া?

এক কিলো... দেড় কিলোমিটার?

নাহ্! এতদূর হয়ত হবে না। হলেও কি?

...

বরং দেখা যাক।

রেল ইস্টিশনের রূপ দেখা যাক কিছুক্ষণ।

সে একটা সিগারেট ধরাল এবং সিমেন্টের ফলকটা দেখল।

'আশাউড়া' লেখা 'বাংলা' ও 'ইংলিশে'।

সিমেন্টের অক্ষর পড়া যায় জোছনায়।

আশাউড়া

ASHAURA

ইস্টিশনে পুরাকীর্তি বলা যায়, এরকম একটা বেঞ্চ আছে এখনও। সিমেন্টের বেঞ্চ, মনে হচ্ছে পাথরের।

মস কাভারড স্টোন।

- শ্যাওলায় আচ্ছাদিত পাথর।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় আছে।

'ড্যাফোডিল' কবিতায়।

এই বেঞ্চের ধারে কোথাও একটা ড্যাফোডিল ফুল ফুটে থাকলে পারত।

সোনালি ড্যাফোডিল।

সত্যি কি সোনালি রঙের ফুল হয়?

Book House Pedia

রাইয়ান কি ড্যাফোডিল দেখেছে?

চাঁদ দেখল সে। আশ্বিনের পূর্ণিমা। রিনরিনে জোছনা হয়েছে। রিনরিনে বাচ্চা-মেয়ের হাসির মতো জোছনা। রাইয়ান এই জোছনা দেখছে না, বসে আছে, একা নীলকুঠির ভেতরে? ... অদ্ভুত! তবে থাক। যে যার মতো থাক।... সে বসল। বেঞ্চিতে বসল। প্রস্তর যুগের ঠাণ্ডা জমাট বেঞ্চিতে। এত ঠাণ্ডা!... কেন? শীতকালে তা হলে কি হয়? শুধু এটা দেখার জন্যই আবার শীতকালে সে আশাউড়ায় আসবে। কিন্তু ইস্টিশন ... কিন্তু রেললাইন...? এটা কিরকম? সংযোগ ছিল কোন অঞ্চলের সঙ্গে? এই কয়দিনে এই অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তর লেকচার দিয়েছে রাইয়ান। রেললাইনের কথা বলেনি একবারও। অবশ্য নাও জানতে পারে গবেষক।... না, রাইয়ান একটা সিরিয়াস ক্যারেক্টার। দেখতেও সিরিয়াস, কাজেও সিরিয়াস। এই অঞ্চল সম্পর্কে যতটা জানা যায়, পড়াশোনা করেই এসেছে। ইতিহাস নাড়ী-নক্ষত্র জানে। রেললাইনের কথা ফাঁকে পড়ে গেছে। আর কিছু না। ফিরে জিজ্ঞেস করলেই হবে তাকে। বিচক্ষণ আনন্দ তঞ্চংগাও হয়ত বলতে পারবে এই রেললাইনের ইতিহাস। তবে সে বললে সংক্ষেপে বলবে। কম কথার লোক।

ঠাণ্ডা একটা হাওয়া দিল আর অল্প অল্প শীত করে উঠল। ১৩ই ভাদ্র নাকি শীত জন্মায়। শীতের জন্মদিন। সেই হিসাবে শীত এখন একমাস দুই-চারদিনের শিশু। মায়াবী শিশু শীত।

এতক্ষণে চোখে পড়ল তার। আশ্চর্য কিছু পাথর। মানুষের মতো দেখতে। ছিল মানুষ, পাথর হয়ে গেছে– এরকম মনে হচ্ছে দেখে। আশ্চর্য! এরকম পাথর হয় নাকি? আর সে এতক্ষণ কেন দেখেনি? তারা ছিল না? এইসব পাথর?

ধুর! এসব কী ভাবছে সে? পাথর আবার থাকবে না কেন, সে-ই দেখেনি। মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু পাথর তো। শূন্য থেকে নিশ্চয় আমদানি হয়নি! মানুষও শূন্য থেকে আমদানি হয় না। নাকি হয়?

সে একটা মাত্র জোনাকি দেখল।
মৃদু নীল আলোর জোনাকি।
জ্বলল নিভল, জ্বলল নিভল।

Book House Pedia

শেয়াল ডাকল অনেক দূরের জঙ্গলে।

কাক নেই নাকি এই এলাকায়?

কাক-জোছনা কিন্তু কাকের দল উড়ছে না।

তবে সে একটা অচিন পাখি দেখল। উড়ে গেল আকাশের এদিক থেকে ওদিকে।

যাও পাখি বলো তারে

সে যেন ভোলে না মোরে....

কে যেন ভোলে না কারে?

তারে। আর কারে?

কিন্তু কে? কে যেন ভোলে না?

কে আর? কেউ না।

'ইডা কিডা গো?

ম্লান দুঃখী একটা কণ্ঠস্বর। শুনে সে তাকাল। তাকিয়ে যে লোকটাকে দেখল, হয় সে খুবই শীতকাতুরে, না হলে তার জ্বরজারি হয়েছে! লোকটা একটা চাদর পরে আছে। মুড়ি দিয়ে পরেছে। তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। সবুজ চাদর আর লুঙ্গি। লুঙ্গিও সবুজ। ধুলো মাখা পা। পায়ে নীল রঙের ধুলো! দুই পায়েই। সে দেখল। ইল্যুশন? এত জোছনায় ধুলো নীল রঙের দেখাচ্ছে? না. কী?

সে বলল, 'ইয়ে-'

'টাউনির মনিষ্যি?' লোকটা বলল। আগের মতোই ম্লান-দুঃখী গলায় বলল, 'বায়োশকুপ দ্যাখায় টাউনি?'

বায়োশকুপ!

বায়োস্কোপ!

সিনেমাকে 'বায়োস্কোপ' বলে এমন লোক আছে তা হলে এখনও দুনিয়ায়?

সে বলল, 'দেখায়।'

'অ্যাকবার টাউনি যাতি মোন চায়।' লোকটা বলল, 'টাউনি যাই নাই। কুনোদিন যাই নাই!'

'কেন যাননি?' সে বলল, 'টাউন তো খুব বেশি দূরে না। হেঁটে যাওয়া যায়।'

'আমি যাই নাই! আর অ্যাখোন যাতিও পারিনে!'

কেন?

বয়স?

কণ্ঠ শুনে ধরা যাচ্ছে না। জোয়ান না বুড়ো? বুড়ো হলে কি?

হাঁটাচলা করতে পারে না?

Book House Pedia

তাহলে এখানে এল কি করে?

কোত্থেকে এল?

সে কি বলবে বুঝতে পারল না। সিগারেটে সুখটান দিল না। এস্নি একটা টান দিয়ে ফিল্টারটা টোকা মেরে জোছনায় উড়িয়ে বলল, 'কেন আপনি যেতে পারেন না?'

'সাহেব যে মারে গো!' এমন করুণ হৃদয়বিদারক কণ্ঠ, 'অপার্থিব' শোনাল জোছনায়।

অ-পার্থিব। এতো দুঃখ যেন পার্থিব না।

'সাহেব মারে মানে?

সাহেব কে?

এই ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে বাস করেন আবার কোন সাহেব? সেই সাহেব মারধোর করেন এই লোককে? কেন?

সে আরেকটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'আপনি... সিগারেট খাবেন?

'না গো আমি সিকারিট খাইনে।' বলে লোকটা হাসল? হয়ত। হয়ত না। হেসে বা না হেসে, পদ্য বলল একটা,

'সিকারিট খাইনে খাই বিরি
বিড়ি বানায় লক্ষণছিরি
সেই বিরি আর পাইনে
তাই বিরি আর খাইনে...'

বাহ্!

সে বলল 'সাহেব সত্যি সত্যি মারে আপনাকে?'

'মারে গো। মারবি না? সাহেব না? শাদা সাহেব গো।'

শাদা সাহেব? শাদা সাহেব কি?

'চাষে মন না দিলিই মারে! মারতি মারতি... মারতি... মারতি...'

কণ্ঠে এমন বিপন্ন হাহাকার লোকটার!

সে বলল, 'চাষ না করলে কেন মারবে? আপনি কী চাষ করেন?'

'আমি যে হই নীলচাষী গো। নীলচাষ করি। তিন টাকা মজুরি পাই যে! বয়স কম হলি কতা ছিল না! নীলচাষ কম মেনতের কম্ম?'

নীলচাষী?

এটা কত সাল?

নীল চাষ কোন মুলুকে করে?

পাগল-টাগল না তো?

Book Mouse Pedia

কিংবা গাঁজাখোর?

সে বলল, 'নীল চাষ করেন? নীল চাষ হয় নাকি এখনও?'

'হবি না? কেনে হবি না? নীল চাষ না করলি তবে মজুরি আর কনে পাবো গো? দুটা ভাত ফুটায়ে খাতি পারব আর? ধরেন সাহেব...'

সে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'সাহেব কে? কি করে সে?'

'নীলকর সাহেব গো! আশাউড়ার আসিছেন আর বানোট সায়েবের নাম শুনতি পান নাই! ইডা কিমুন একটা কতা হইল গো?'

'নীলকর? বানোট সাহেব?'

'উই যে তার কুটি দেখা যায়! আলো জ্বলতিছে।'

সে তাকাল। কিছু দেখল না। না কুঠি, না আলো। ইস্টিশন ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরের চিহ্নও কোনদিকে দেখা গেল না। শুনশান পাথুরে এলাকা। ঝোপঝাড় জংলা এখানে ওখানে। কোনকালে ঘর ছিল হয়ত। ভিটেমাটি ছিল লোকদের। সেইসব ভিটেয় ঘুঘু চড়েছে। আচ্ছা এই লোক, স্থানীয় নিশ্চয়ই। একে ইস্টিশনের কথা জিজ্ঞেস করা যায়? আর মানুষ-পাথরদের কথা? এরকম কেন তারা?

আড়চোখে সে একবার দেখল। মানুষের মতো পাথরদের।

'চাবুক আছে এট্টা বানোট সাহেবের!' লোকটা বলল, 'শংকর মাছের ল্যাজের চাবুক দেখিছেন? মারলি দেহে এমুন কষ্ট হয়, ভগমান!'

ভগমান!

লোকটার গলা থেকে সেই করুণ হাহাকার এখনও যায়নি। চিরস্থায়ী করুণ হাহাকার?

সে বলল, 'আপনি... আপনি কে?'

'আমি নীলচাষী হরি মণ্ডল গো। বিষ্ণু মণ্ডলের ব্যাটা। নীলচাষী আছেলো বাপও। এই বানোট সাহেবেরই রাইয়ত। সাহেব একদিন আমার বাপেরে... মারতি মারতি... মারতি..মারতি ... দ্যান, টানি এট্টা সিকারেট।'

'কি? ও। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। নেন এই যে।'

সে একটা সিগারেট বের করে ধরল।

হরি মণ্ডল তার সবুজ চাদরের নিচ থেকে একটা হাত বের করল। নীল রঙের হাত!... নীল রঙের! জোছনার মায়া না, চকচকে নীল রং! কাপড় ধোয়ার নীলের মতো নীল রং। নীল রঙের হাত, নীলরঙের আঙুল। হরি মণ্ডল সিগারেটটা নিল। বলল, 'উই যে, পাথরটা দেখতিছেন?'

সে দেখল, হরি মণ্ডল যে পাথরটা দেখাল। কি এই পাথরে? বিশেষ কিছু তার চোখে পড়ল না। এটা মানুষের মতোও না। পাথরের মতোই দেখতে।

Book House Pedia

'এই পাথরটা নদী আছেলো গো।' হরি মণ্ডল বলল।

সে বলল 'কী?'

'নদী! ঝিলমিল! ঝিলমিল-ঝিলমিল এট্টা নদী আছেলো।'

'নদী ছিল?'

হরি মণ্ডল মাথা দোলাল।

'সেই নদী কোথায়?' সে বলল 'মরে গেছে?'

'না, উই যে, পাতথর হোয়ে গেছে। দুঃখে উই পাতথর হোয়ে গেছে।'

কী দুঃখ?

কিসের এবং কতটা দুঃখ?

কতটুকু দুঃখে একটা ঝিলমিল নদী পাথর হয়ে যায়?

কিন্তু সে বিশ্বাস করছে কেন?

দুঃখে একটা নদী পাথর হয়ে গেছে!

বিশ্বাসযোগ্য কথা?

'মার খাতি খাতি খাতি খাতি মরছে না কতজন? বোনাট সাহেবের পেয়দারা ছেলোনা? তারা মড়া পুড়াবি কেনে? তারা কি চণ্ডাল? কেউ মরলি মড়াটারে তারা ফেলায়ে দিয়ে যেত এই নদীতে। সেই দুঃখি পাতথর হোয়ে গেছে নদী। মার খাতি খাতি খাতি মরছিলেন বলি নাই.... আমার বাপেও। আমি তার মুখাগ্নি করি নাই... এমন দুঃখ কেনে মানুষের? আমারও কেউ মুখাগ্নি করে নাই...'

মুখাগ্নি হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার। বাপ কী মা মারা গেলে পোড়াতে যখন লাশ উঠায় চিতায়, জনক বা জননীর মুখে প্রথম আগুন দেয় তাদের সন্তান। প্রথম সন্ত ান। কিন্তু এই লোক...?

সে বলল, 'কী? আপনার মুখাগ্নি কেন করবে? আপনি কি মরে গেছেন নাকি?'

'মরি নাই? আমি মরি নাই?' হরি মণ্ডল আবার ম্লান হাসল? বলল, 'অ্যাকদিন জার উঠিছে.. জমি নিড়ান দিতে গেছি... পারি না... পেয়দারা ধরে নিয়ে গেল আমারে... সইঙ্গের পরি মদ খায়েছে সাহেব.. শংকর মাছের চাবুক হাতে নিয়া শাদা মহিষাসুর হইল দেখলাম... আমারে মারতি... মারতি... মারতি... মারতি.. বিষ্ণু মণ্ডল, অনন্ত মণ্ডল, কানু মণ্ডল, সিধাই মণ্ডলের মতো মর‍্যা গেলাম আমিও... আমার মড়াও পেয়দারা ফেলায়ে গেল এই ঝিলমিল নদীতে। ... এই রকম এট্টা রাইতে... এই রকম জোছনায়.. ড্যানক্যানা মাছ দেখিছেন গো... ঝিলমিল নদীর ড্যানক্যানা মাছ... আমার এট্টা চোখ খেয়ে নিলে তারা... দ্যান গো... সিকারেটটা ধরাই...'

সে একটা ম্যাচের কাঠি ধরাল।

আর...

Book House Pedia

আর

মুখমণ্ডল দেখল হরি মণ্ডলের।

মুখমণ্ডল!

মুখ!

এতক্ষণ মাথা নিচু করে কথা বলছিল হরি মণ্ডল।

কিংবা মুখ দেখতে দিতে চায় নি।

যদি মুখ বলা যায় এই...

মুখ না, নীল রঙের একটা অ্যাবসার্ড অবয়ব।

নাকমুখ নেই, কান নেই, দাঁত নেই।

শুধু দুটো চোখ... চোখের কোটর!

চোখ আছে একটা কোটরে। নীল রঙের মণি। না, সবুজ? না, নীলই।

সবুজাভ নীল।- চাঁদের ছায়া পড়েছে মণিতে।

আরেকটা কোটরের ভেতরে অন্ধকার।

গহীন অন্ধকার!

প্রগাঢ় এক ঠাণ্ডা অন্ধকার।

হরি মণ্ডলের এই চোখটাই... খেয়ে ফেলেছে ঝিলমিল নদীর ডানকানা মাছেরা?

হরি মণ্ডল সিগারেট ধরাল।

নিভে গেল ম্যাচের কাঠিটা।

হরি মণ্ডল মাথা নিচু করে ফেলল।

ঠোঁট নেই! সিগারেট টানবে কিভাবে এ?

টানবে না, টানছে!

ধোঁয়া পাক খাচ্ছে, ঠাণ্ডা জোছনায়।

হরি মণ্ডলের চোখের কোটরের ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়েছে জোছনার প্রতিটি কণিকায়। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে জোছনাও! সেই অনেক ঠাণ্ডা বুঝি ঢুকে পড়েছে তার ভেতরেও। শরীরের ভেতরে। অবশ-অচল হয়ে যাচ্ছে সে। জমে যাচ্ছে তার রক্তকণিকা। জমে কণা কণা পাথর হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো... সে পাথর হয়ে যাচ্ছে... যেমন নদীটা... ঝিলমিল নদীটা...!

যেমন আর সব পাথর... মানুষের মতো দেখতে...!

মনে হলো পাথর হয়ে যাচ্ছে সে!... মনে হলো না, মনে হওয়া না, বাস্তবেই পাথর হয়ে যাচ্ছে সে!

পাথর!

Book House Pedia

সত্যি!

সত্যি?

সত্যি!

সত্যি! নিরেট একটা পাথর হয়ে গেছে সে!

আশ্চর্য!

আশ্-চর্য!

এমন হয় নাকি?

হয় নাকি?

হয়!

হরি মণ্ডল নতুন পাথরটা দেখল। সেও তো পাথরই! নীল রঙের পাথর।

নীল শ্রী হরিপদ মণ্ডল!

তার একটা চোখ খেয়ে ফেলেছে ঝিলমিল নদীর ডানকানা মাছেরা। কত বছর আগে?

শতেক দুই বছরের কম না।

সেই থেকে সে আছে। নদী যখন ছিল, ছিল নদীতে। নদী যখন পাথর হয়ে গেছে সেই থেকে আছে পাথরে। পাথরের ভেতরে পাথুরে অস্তিত্ব। উঠে আসে সে কখনো কখনো। রাতে। জোছনা এবং অন্ধকার দেখে ফিরে যায়। এই সময় কেউ যদি তাকে দেখে, তার চোখের কোটরের গহীন, অপার্থিব ঠাণ্ডা অন্ধকার, সেও আর পারে না ফিরতে। এই তল্লাট থেকে ফিরতে! কি করে ফিরবে?

হরি মণ্ডলের চোখের অন্ধকার, যে দেখে পাথর হয়ে যায় সেও!

এমন অনেক পাথর এই তল্লাটে! ছিল নদী পাথর হয়ে গেছে, ছিল মানুষ পাথর হয়ে গেছে।... পাথর কী আর পারে কোথাও ফিরতে?

Book House Pedia

মাটির কণ্ঠস্বর

মাটির কণ্ঠস্বর কি রকম?
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে?
মাটি না, মাটির ভোকাল...

মিথ্যা কথা বললে মনে রাখতে হয়।

এই হলো মুশকিল।

না হলে সে মিথ্যা কথা বলত। সব সময় বলত। ঘুম থেকে উঠে বলত এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগেও বলত। – এই কথা সে অনেকবার বলেছে। কিন্তু তার স্মরণশক্তি অত্যন্ত কম। যা বলে সে মনে রাখতে পারে না। আবার মনে করতে কসরত করতে হয়।

এই জন্যই হই হই করেও ফুলফ্লেজেড মিথ্যুক সে হতে পারছে না।

সে হাফ-ফ্লেজেড একজন মিথ্যুক, সে যখন বলে, 'মরে গেছে সে' কী বলতে হয় হারামজাদাকে? ক্লাউডিয়া একটা হাসি দেবে কি না ডিসিশন নিতে পারল না।

Book House Pedia

গম্ভীর গলায় বলল, 'ও, কখন?'

অভ্র বলল, 'আট মিনিট নয় সেকেন্ড হয়েছে, পাখি।'

ক্লাউডিয়া বলল, 'ও। এখন আমার সঙ্গে কথা বলছে কে? তুমি না তোমার ভূত?'

'পাখি, আমার ডেডবডি...' অভ্র বলল, 'পড়ে আছে ঘরে। এত রক্ত, না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না। জমাট বাঁধেনি, আশ্চর্য লাল রং।'

ক্লাউডিয়া বলল, 'ন্যাচারাল রং তো। এই জন্যেই।'

'আমি মিথ্যা কথা বলছি না, পাখি।'

এতক্ষণে ক্লাউডিয়া হাসল, 'এটাও একটা মিথ্যা কথা, না?'

অভ্র বলল, 'না। তুমি এখন কোথায়?'

'আজিজ মার্কেটে। তুমি আসবে না?'

'আমি কি করে আসব?' অভ্র সিরিয়াস গলায় বলল, 'আমি সিরিয়াস। আমি মিথ্যা কথা বলছি না, পাখি। তারা জবাই করে রেখে গেছে আমাকে।'

'তুমি তো তোমার ডেডবডি দেখছ। দেখছ না বল?

'হ্যাঁ, দেখছি।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী?'

'আয়না দেখ তুমি?' ক্লাউডিয়া বলল। 'আয়নায় যদি তোমাকে দেখা যায়, তাহলে মরে তুমি ভূত হওনি। ভূত-প্রেতের ছায়া আয়নায় পড়ে না। দেখো তুমি।'

'আচ্ছা দেখি।'

'চশমা পরে দেখো, মাটির কণ্ঠস্বর।'

'চশমা? হ্যাঁ... চশমা পরছি...' বলে আর কথা নেই। এক সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড... করে কী শয়তানটা? ক্লাউডিয়া কয়েকবার 'হ্যালো হ্যালো' করল, তারপর বলল, 'অ্যাই, আমি রাখলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাকশন। -'না, শোনো!'

'কী বন্ধু?' ক্লাউয়িা হাসল, 'আয়নায় কী? তোমাকে দেখা যায়?'

অভ্র বলল, 'যায়।'

কেমন একটু ম্লান গলায় বলল?

নাকি শয়তানি?

শয়তানি।

শয়তান আছে ব্যাটা! - মাটির কণ্ঠস্বর না? সে থাকে এলিফ্যান্ট রোডে। এলিফ্যান্ট রোডের একমাত্র যে বাড়িটায় একটা বৃষ্টিগাছ আছে, সেই বৃষ্টিগাছঅলা

Book House Pedia

বাড়িটায়। তিনতলা বিল্ডিং। সে থাকে তিনতলায়ই। ছাদলাগোয়া তার ঘরদোর। ছাদ থেকে বৃষ্টিগাছের পাতা ধরা যায়। এখন আবার পাতাদের ওড়াওড়ির দিন। অল্প হাওয়া দিলেই অনেক পাতা ওড়ে। রোববারে গিয়েছিল ক্লাউডিয়া। নিত্যউপহারের পাতার চাদর পরে পাতা ওড়ার দৃশ্য দেখেছে অনেকক্ষণ। সেই দৃশ্যের ভেতরে বসেই। অল্প অল্প শীত, অল্প অল্প রোদ আর তুমুল উড়ান পাতাদের। আর অভ্রর গান –

বন্ধু আমি পাতা ওড়ার মধ্যে বসে থাকি
খেরোপাতায় মেঘের দলের হিসাব-নিকাশ রাখি
বন্ধু হে.... বন্ধু হে...

অভ্র গান গায়, গান বানায়। আর মিথ্যা বলা প্র্যাকটিস করে। তাদের একটা আন্ডার গ্রাউন্ড ব্যান্ড দল আছে। –মাটি। ইংলিশে লিখে এম এ টি আই। এম ফর মুহিব, এ ফর অভ্র, টি ফর তরঙ্গ, আই ফর ইমরান। একতারা দোতরা বাজিয়ে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তারা গান গায়। আনমনার সঙ্গে প্রথম তাদের একটা পারফরম্যান্স দেখে ক্লাউডিয়া। আনমনা মুহিবের প্রেমিকা। একটা ব্রেকআপের অবসাদে তখন বিষণ্ন এবং বিপন্ন ক্লাউডিয়া। বাস করে ডরমিকাম ফ্রিজিয়ামের জগতে। গান শোনা এবং দেখার পর আনমনা, ক্লাউডিয়াকে যখন কোথাও দেখছে না, ঘুম ঘুম ক্লাউডিয়া তখন কথা বলছে মাটির ভোকালের সঙ্গে।

'আমি ক্লাউডিয়া।'

'ও, আমি অভ্র।'

'অভ্র? অভ্র কি-ই-ই?'

'অভ্র কয়লা।'

'অভ্র কয়লা? আপনার নাম কয়লা?'

'হ্যাঁ।' লুঙ্গি ফতুয়া এবং চশমা পরা মাটির ভোকালিস্ট, পায়ে বাঁধা ঘুঙুর খুলতে খুলতে বলল, 'আমি অনেক মিথ্যা কথা বলি।'

হেসে ফেলল ক্লাউডিয়া, 'আপনার নাম কি?'

'অভ্র চারকোল।'

'কী?'

'অভ্র সাইকেল।'

'কী?'

'অভ্র মাইকেল... এনজেলো আনতোনিওনি।'

ক্লাউডিয়া বলল, 'তুমি... তুমি সব সময় লুঙ্গি পরে থাকো?'

'না, কেন? আমি রেইনকোট পরে ঘুমাই।'

Book Mouse Pedia

'ইহ্হ্!'

একটা বাচ্চার মতো বলল ক্লাউডিয়া। একটা বাচ্চার মতো তাকে ট্রিট করল অভ্রও। বলল, 'হুঁ। বৃষ্টি স্বপ্ন যদি দেখি ঘুমিয়ে, ভিজে যাব না।'

কথাটা এমন ভাল্লাগল ক্লাউডিয়ার। – বৃষ্টি স্বপ্ন যদি দেখি ঘুমিয়ে!

আহারে!

বৃষ্টি স্বপ্ন যদি দেখি ঘুমিয়ে...!

বৃষ্টি স্বপ্ন যদি দেখি ঘুমিয়ে...!

তারপর একদিন একটা বৃষ্টি-স্বপ্ন দেখল ক্লাউডিয়া। স্বপ্নে ঝুম ভিজল বৃষ্টিতে। সে আর আরেকজন। সেই জন আবছা। বৃষ্টিতে আবছা। একটা রেইনকোট পরে আছে। কে এটা?

ক্লাউডিয়া বলল, 'কে তুমি, কে?'

আরো আবছা হয়ে গেল সে। আবছা হতে হতে বৃষ্টি হয়ে গেল।

এই স্বপ্নটা দেখে ক্লাউডিয়ার ঘুম ভাঙল রাত তিনটায়। সেলফোনের মনিটরে সময় দেখল সে। তিনটা এক বাজে। – এই তিনটা দুই বাজল। ক্লাউডিয়া ফোন করল আনমনাকে। আনমনা ইনসমনিয়াক। ফোন ধরে বলল, 'কি লো হারামজাদী? ঘুম হয় না?'

'মাটির অভ্রর নাম্বার আছে তোর কাছে?' ক্লাউডিয়া বলল।

'না!'

'না, কী?'

'মাটির অভ্রর নেই।' আনমনা হাসল, 'মানুষ অভ্রর আছে।'

'এসএমএস কর।' বলে ফোনের লাইন কেটে দিয়ে ক্লাউডিয়া আট সেকেন্ড অস্থির অপেক্ষা করল। আনমনা এসএমএস করল না। আবার ফোন করল ক্লাউডিয়া। ফোন এনগেজড। কী মুশকিল! হারামজাদী কার সঙ্গে কথা বলে এখন?

এত রাতে মুহিব নিশ্চয়ই না... ফোন বাজল। আনমনা।

ক্লাউডিয়া ধরল, 'বল।'

'জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান...'

লিখে আবার চেক করল ক্লাউডিয়া। জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান...। আনমনা বলল, 'তুই কি অভ্রকে ফোন করবি? তুই কি আমার দুঃখের কাহিনী শুনেছিস? তুই কি এর মধ্যে মুহিবকে দেখেছিস?'

'কী হয়েছে?' ক্লাউডিয়া বলল।

'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে মুহিব গোঁফ-দাড়ি কেটে ফেলেছে!'

এত বড় দুঃসংবাদ!

Book House Pedia

ক্লাউডিয়া বলল, 'তুই–'

'সে ন্যাড়া হয়ে গেছে!' আনমনা বলল। দুনিয়ার সমস্ত হাহাকার এবং দুঃখ-গলায় নিয়ে বলল, 'তাকে এখন একটা ভিক্ষু মনে হয়!'

দ্যাটস গুড।

দাড়িগোঁফঅলা মুহিব তো দেখতে মূর্তিমান একটা দাঁড়কাক! তাকে ভিক্ষুর মতো দেখালে ভালো না? দুঃখের কী আছে আনমনার? কিন্তু এই কথা বলা যাবে না। না বলে ক্লাউয়িা শুনল। তেরো মিনিট ধরে আনমনার দুঃখের কাহিনী শুনল। অতিশয় দুঃখের কাহিনী। হানিমুন স্পট নিয়ে বিতণ্ডা। সাত-আট বছর পরে হলেও তারা একদিন বিয়ে তো করবেই। আনমনা আর মুহিব। বিয়ে করে তারা হানিমুনে যাবে না? সাত-আট বছর পরে হলেও, তারা কোথায় যাবে?

'...পাহাড়!'

'সমুদ্র!'

'না, পাহাড়!'

'না, সমুদ্র!'

'পাহাড়!'

'সমুদ্র!'

'আমি বললাম পাহাড়!'

'আমি বললাম সমুদ্র!'

'আবার সমুদ্রের কথা বলে দেখ তুমি।'

'আমি বলব! কী করবে তুমি?'

'গোঁফদাড়ি কেটে ফেলব!'

'কী?'

'গোঁফদাড়ি কেটে ফেলব আমি!'

'কাটো! যাও!'

'তুমি আবার বল সমুদ্র!'

'বললাম সমুদ্র!'

'আমি ন্যাড়া হয়ে যাব।'

'হও! যাও!'

'তুমি আবার বল সমুদ্র।'

'বললাম সমুদ্র!'

গোঁফদাড়ি কেটে অতঃপর ন্যাড়া হয়ে গেছে মুহিব।

কষ্ট-মষ্ট করে ধৈর্য সহকারে এই কাহিনী শুনল ক্লাউডিয়া। সমবেদনা জ্ঞাপন

Book Mouse Pedia

করল এবং 'গুড নাইট' বলল আনমনাকে। — বাপরে! এরা পারেও! রাগ করে গোঁফদাড়ি কেটে ন্যাড়া হয়ে গেছে!

হ্যাহ্!

কিন্তু এখন রাত তিনটা ছাব্বিশ।

এখন কি অভ্র...

জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান...

স্বপ্নের বৃষ্টির শব্দ মাথায় নিয়ে অভ্রকে ফোন করল ক্লাউডিয়া। এবং আশ্চর্য, অভ্র ধরল! 'হ্যালো' বলল না, বলল, 'কে?'

ক্লাউডিয়া বলল, 'মাটির কণ্ঠস্বর, কী কর ভাই?'

'মাটির কণ্ঠস্বর?' হেসে ফেলল অভ্র, 'আপনি কে?'

'আমি কে বলব না। কী কর তুমি?'

'মিথ্যা কথা বলি?' অভ্র বলল।

ক্লাউডিয়া বলল, 'বল।'

'রাত রং করি।' অভ্র বলল।

ক্লাউডিয়া হাসল, 'তুমি অনেক ব্যস্ত তাহলে! কোথায় থাকো তুমি, মাটির কণ্ঠস্বর?'

'মিথ্যা কথা বলি?'

'না, কেন?'

'এলিফ্যান্ট রোডে।'

'এলিফ্যান্ট রোড একটা গলি না আব্বু। কত নম্বর বাসা বল।'

'বৃষ্টি-গাছঅলা বাসা।' বলে ফোনের লাইন কেটে দিল অভ্র। আশ্চর্য! না... কী? আবার কল দিল ক্লাউডিয়া। একবার দুইবার তিনবার... অনেকবার। 'কল ফেইলড', 'কল ফেইলড', 'কল ফেইলড, 'কল ফেইলড'...।

পরদিন এলিফ্যান্ট রোডের বৃষ্টি-গাছঅলা সেই বাসায় দেখা গেল ক্লাউডিয়াকে। ছাদে বসে আছে সে আর অভ্র। বিকেল বেলার রোদ ছাদে পড়েছে এবং বৃষ্টিগাছের পাতায় পড়েছে। আর আকাশে উজ্জ্বল মেঘদল। তারা অনেক কথা বলল, আর একটা গান করল অভ্র। 'মাটি'র গান না, 'বিটলস'-এর গান। 'নরওয়েজিয়ান উড'।

অভ্র গানটা করল একতারা বাজিয়ে।

Book House Pedia

আই ওয়ানস হ্যাড আ গার্ল
অর গ্যড আই সে শি ওয়ানস্ হ্যাড মি
শি শো'ড মি হার রুম
ইজন্ট ইট গুড নরওয়েজিয়ান উড?
শি আসক্ড মি টু স্টে
এন্ড টোল্ড মি টু...

একতারার আশ্চর্য টুং-টাং-এর সঙ্গে 'নরওয়েজিয়ান উড' আশ্চর্য শোনাল। ... তারপরের কাহিনী এর মধ্যেই একটা ওরাল হিস্ট্রির অংশ হয়ে গেছে। আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট এলাকার ওরাল হিস্ট্রি যদি কখনো লেখা হয়, অভ্র ক্লাউডিয়ার কথা থাকবেই। ক্লাউডিয়া পাখি আর অভ্র 'মাটির কণ্ঠস্বর'। মাটির ভোকাল বলে 'মাটির কণ্ঠস্বর', শিক্ষানবিস মিথ্যুক 'মাটির কণ্ঠস্বর'।

তবে তার মিথ্যা তার মতোই।

উল্টাপুল্টা। একদই উল্টাপুল্টা টাইপ।

উদাহরণ : ১

'তুমি কী করো, মাটির কণ্ঠস্বর?'
'ঘাস খাই, পাখি!'

উদাহরণ : ২

'তুমি এখন কোথায়, মাটির কণ্ঠস্বর?'
'মিমির বাসায়, পাখি।'
'মিমি? মিমি কে?'
'মিমি। মিমি। আফসানা মিমি।'
'আফসানা মিমি! আফসানা মিমির। বাসায় কী কর তুমি?'
'আশ্চর্য! কী করব?'
'না, বল, কী কর তুমি?'
'টেলিভিশন দেখি। স্কুবি ডুবি ডু।'

উদাহরণ : ৩

'তুমি কি আজিজ মার্কেটে আসবে?'
'না, পাখি। আমি এখন সাউন্ডগার্ডেনে আছি। গান রেকর্ড করছি।'

Book House Pedia

অথচ সেই সময় অবশ্যই আজিজ মার্কেটে বসে আছে সে।

ভালোমানুষ-ছেলেমানুষ একটা ক্যারেক্টার।

যথেষ্ট লাজুক এবং ইন্ট্রোভার্ট। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, চশমা পরে, লুঙ্গি পরে এ কী করে গান গায়? আশ্চর্য লাগে ভাবতেই। মাঝেমধ্যে বিশ্বাস হয় না ক্লাউডিয়ার, সে প্রেম করে এমন একটা ইনট্রোভার্ট ক্যারেক্টারের সঙ্গে। তারা বিয়ে করবে, বাচ্চা নেবে এবং বাচ্চার নামও ঠিক করে রেখেছে। বাচ্চাদের অভ্র অনেক আশ্চর্য রূপকথা শোনাবে। মুখে মুখে সে অনেক আশ্চর্য রূপকথা বানায়। কিন্তু লিখে না। যতবার তার রূপকথা শুনেছে ততবার লিখতে বলেছে ক্লাউডিয়া। কিন্তু সে লিখবে না। গান ছাড়া আর কিছু কখনো লিখবে না। মাটির কণ্ঠস্বর! ... থাক সে তার নিজস্ব জগতে। প্রাউডই ফিল করে ক্লাউডিয়া। কখনো কখনো। যেমন এই এখন। – মিথ্যুক! মিথ্যুক! – ক্লাউডিয়া ভাবল এবং হাসল। একা একা হাসল। সে এখন 'পুরান বইয়ের দোকান'-এ। এই দোকানটা নতুন হয়েছে আজিজে। পুরান বই, পত্রপত্রিকা এরা বিক্রি করে এবং কিনেও। একটা বই দেখল ক্লাউডিয়া। বইয়ের নাম 'মডেল'। লেখক 'কুয়াশা।' গল্পের বই? নাকি উপন্যাস? আর্টিস্টের জীবনভিত্তিক কাহিনী মনে হয়। মলাটে একটা টেপা পুতুল, দুটো মেয়ের মুখ, আর তিনটা ব্রাশ আঁকা হয়েছে। পেইন্টিংয়ের ব্রাশ। – কার আঁকা মলাট? – সব্যর বন্ধু বলে এই লাইনের কিছু কিছু খোঁজখবর রাখে ক্লাউডিয়া। সব্যসাচী হাজরা। গ্রাফিক ডিজাইনার। ওরাল হিস্ট্রি অব এ এ– আজিজ-এরিয়ার আরেক চলমান ক্যারেক্টার। দাড়িগোঁফ মণ্ডিত সব্য। প্রেম করে তনুজার সঙ্গে। আচ্ছা তনুজার সঙ্গে রাগ করে কোনোদিন সব্য যদি দাড়িগোঁফ মুণ্ডিত হয়ে যায়? ন্যাড়া হয়ে যায়? কী রকম দেখাবে সব্যকে? ভিক্ষু না বোস্টম? চন্দনের তিলক কাটে না বোস্টমরা? সব্য...

মাত্র এই কথাটা ভাবল আর আশ্চর্য, সব্যর গলা শুনল ক্লাউডিয়া।

'বইটা ধরবি না!'

ক্লাউডিয়া ঘুরে সব্যকে দেখল।

নাহ্! এ যদি কোন দিন দাড়িগোঁফ কাটে, কেলেংকারি হবে।

'প্রচ্ছদটা দেখেছিস?' সব্য বলল।

ক্লাউডিয়া বলল, 'মডেল?'

'হ্যাঁ। কার আঁকা প্রচ্ছদ বলতে পারলে তোকে আমি এক কোটি টাকা দিয়ে দেব, যা।'

'এহ্! এক কোটি টাকা তোর আছে?'

'লোন করে দেব। তুই বল।'

ক্লাউডিয়া বলল, 'কাইয়ুম চৌধুরী?'

Book House Pedia

'তোর মাথা!'

'আবুল বারক আলভী?'

'তোর মুণ্ডু!'

'কাজী হাসান হাবিব?'

'ভালো করে দেখ!'

ভালো করে দেখল ক্লাউডিয়া। কার আঁকা মলাট?

ব্লক করে ছাপানো। সবুজ হলুদ কালো আর উজ্জ্বল হাওয়াই মিঠাই রংয়ের টানটোন। কার ড্রয়িং? স্টাইলটা ধরতে পারল না ক্লাউডিয়া।

ভাবল ... কালাম মাহমুদ?

ভাবল ...আবদুর রউফ সরকার?

ভাবল ... নাকি ইন্ডিয়ান কোনো আর্টিস্ট?

বলল, 'পারব না।'

'দেখ।' বলে বই খুলে দেখাল সব্য। প্রিন্টার্স লাইন দেখাল। এমন আশ্চর্য হলো ক্লাউডিয়া। –প্রচ্ছদ : সুভাষ দত্ত। নামের পাশে ফার্স্ট ব্র্যাকেট করে লেখা– বর্তমানে চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা।

'ভালো প্রচ্ছদ না?' সব্য বলল।

'হুঁ।' বলতে বলতে ক্লাউডিয়া অভ্রকে দেখল। সব্যও দেখল। বলল, 'আসলেন!'

অভ্র, 'পুরান বইয়ের দোকান'-এ ঢুকল না। ক্লাউডিয়া আর সব্য থাকল না।

অভ্র একটা নীল সোয়েটার পরেছে। ফুলহাতা গলাবন্ধ সোয়েটার। আর ট্রাউজারস। আর স্যান্ডেল। চশমা পরেনি। কেন পরেনি? মরে গেছে! ধরে 'মাইর' দিতে হবে ব্যাটাকে! – বিশ্বাস করুক আর না করুক, টেনশন কি হয় না? ক্লাউডিয়ার? – সব সময় ব্যাটা এ রকম আজেবাজে কথা বলে!

যাক সব্য, তারপর তোকে দেখাচ্ছি!

তারপর বস্!' সব্য বলল, 'খবর কী আপনার?'

'চশমা পরোনি?' ক্লাউডিয়া বলল।

'পরেছি। কেন? দেখতে পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।' ক্লাউডিয়া বলল, 'তুমি এই লাল চশমা পরে আছ কেন? এটা কার?'

Book House Pedia

'আমার বাচ্চার।' অভ্র বলল।

'এ কী রে!' সব্য বলল, 'তোর বাচ্চা আবার করে রিলিজ করল? শুনলাম না, আশ্চর্য! দেখলাম না, আশ্চর্য!'

ক্লাউডিয়া বলল, 'অ-সভ্য। কী দেখবি? কী শুনবি তুই?'

'কী দেখব, কী শুনব মানে? বাচ্চা হলে বস্, আপনি বলেন না...'

'আমার না, ওর বাচ্চা।' ক্লাউডিয়া বলল, 'আগের বউয়ের বাচ্চা।'

সব্য বলল, 'ও। ... শীতকাল অনেক রঙিন না বস্? অনেক রঙিন ড্রেস পরে লোকজন। এই আজিজ মার্কেটেই দেখেন। ভীষণ কালারফুল হয়ে আছে না?'

এই সময় কেউ সব্যকে ডাকল।

'সব্য।'

সব্য বলল, 'বস্, আমি এখন যাই। অ্যাই যাই রে!'

'যা অসভ্য।' ক্লাউডিয়া বলল।

কাকতাড়ায় না কাকতাড়ুয়া।

যে ডাকে সে ডাকতাড়ুয়া।

– টিটির কবিতা।

ডাকতাড়ুয়ার সঙ্গে চলে গেল সব্য।

ক্লাউডিয়া বলল, 'এখন?'

অভ্র বলল, 'কী?'

'তুমি? না তোমার ভূত তুমি?'

অভ্র হাসল, 'বাসায় যাই চল।'

'কার বাসায়? দাঁড়াও আমি তিনটা ফোন করে নেই।' প্রথম কাকে ফোন করল ক্লাউডিয়া? সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলল, 'হ্যাঁ... হুঁ .... হুঁ... না, তুই ঘুমা। ... কেউ তোকে ডিস্টার্ব করবে না।' সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় কলও, 'তুই কোথায়? ... আচ্ছা রাখি।' তারপর বাসায়, ... ফোন ধরতে তোমার এতক্ষণ লাগে? কী কর তুমি? ... কাসৌটি জিন্দেগি কি শুরু হয়ে যাবে? ... খবরদার! অ্যাই! একদম হিন্দিতে কথা বলবি না! মা কোথায়? মাকে দে ... শোনো মা তোমার ছোট মেয়েকে যুগিন্দর চা-অলার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও ... যুগিন্দর চা-অলা, মা ... সে কে আমি কী করে বলব? তোমার মেয়ে তো হিন্দি ছাড়া কথাই বলতে পারে না। তাকে যুগিন্দর চা-অলা না হলে মগনলাল গানজাঅলার সঙ্গে বিয়ে না দিল হবে? তুমিও তার সঙ্গে চলে যেও মা ... হুঁ, আমার সঙ্গে আমি তোমাকে রাখব না ... আচ্ছা শোনো, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে মনে হয়। ... কোথায় যাব আবার? আমি যাচ্ছি আমার জামাইয়ের বাসায় ... হ্যাঁ, সে ভালো আছে মা। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং মাদকমুক্ত আছে। তোমরা মা

Book House Pedia

আমাদের বিয়ে দেবে না? ... আচ্ছা মা ... সুইট মা ... বাই-ই।'

অভ্র বলল, 'আর কিছু বললে না?'

ক্লাউডিয়া বলল, 'কী বলব?'

'আমি মরে গেছি, বলবে না মাকে?'

'বাসায় গিয়ে বলব।' ক্লাউডিয়া বলল, 'এখন শুনলে মা টেনশন করবে না? জামাই মরে গেছে, বেচারি শাশুড়ি! আচ্ছা চল, যাই এখন।'

শীতের কালারফুল আজিজ মার্কেটের প্যাসেজ থেকেই তারা দেখল, বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝুম বৃষ্টি না, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। এই বৃষ্টি শীত-জাঁকানো বৃষ্টি। খুব শীত পড়ে এর পরপর। হাঁড়কাঁপানো কনকনে শীত হয়। ক্লাউডিয়া বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজবে?'

অভ্র বলল, 'ভিজি।'

'হেঁটে হেঁটে যাই?' ক্লাউডিয়া বলল।

অভ্র বলল, 'যাই।'

তারা, ওরাল হিস্ট্রি অফ এ এ-র দুটো ক্যারেক্টার ফুটপাত নামল। ক্লাউডিয়া বলল, 'ইসরে সোনা! ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি তোমার?'

'লাগবে না।' অভ্র বলল।

এরপর কিছুক্ষণ তারা নিঃশব্দে হাঁটল।

পরীবাগের এই রাস্তা দিয়ে গেলে অন্যদিন তারা আজাদ ভাইয়ের দোকানে বসে চা খেয়ে যায়। আজ আজাদ ভাইয়ের দোকান বন্ধ। মুমূর্ষু মনে হলো অন্ধকার রাস্তাটা। – মরে যাচ্ছে বাউল চায়ের দোকানদার কবি আজাদ ভাইয়ের শোকে।

আজাদ ভাই কোথায়?

দ্যাশের বাড়িতে?

একটা ফোন করে দেখা যায়। মোবাইল ফোন আছে আজাদ ভাইয়ের বউয়ের। আজাদ ভাই-ই কিনে দিয়েছেন। – আজিজ মার্কেরে বিভিন্ন ফোনের দোকান থেকে প্রায়ই বউয়ের সঙ্গে প্রেমকথা বলেন। কবিতা শোনান। নিজের কবিতা, এরশাদের কবিতা। আজাদ ভাইয়ের একমাত্র প্রিয়কবি এরশাদ। কবি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

আজাদ ভাইকে ফোন করল না অভ্র। আজাদ ভাইয়ের জন্য শোকার্ত এবং মুমূর্ষু রাস্তা পার হয়ে বলল, 'শীতকালে বৃষ্টি কেন হয় জানো?'

Book House Pedia

'কেন হয়?' ক্লাউডিয়া বলল।

'এটা একটা গল্প–'

'কি গল্প? বল।'

হাঁটতে হাঁটতে অভ্র বলল গল্পটা। – একটা লোক আছে শীতঅলা আর একটা লোক আছে বৃষ্টিঅলা। শীতঅলা লোকটা পৃথিবীতে শীত নিয়ে আসে আর বৃষ্টিঅলা লোকটা বৃষ্টি নিয়ে আসে। অনেক অনেক, অনেক কাল আগে একটা নিয়ম ছিল এ রকম– শীতঅলা যখন আসবে, বৃষ্টিঅলা তখন পৃথিবীতে আসবে না। আর বৃষ্টিঅলা যখন আসবে, শীতঅলা তখন পৃথিবীতে আসবে না। কঠিন নিয়ম। এই জন্যে সেই শীতকালে কখনোই বৃষ্টি হতো না। আর ... বৃষ্টি-বাদলার দিনে শীতও পড়ত না। কিন্তু বৃষ্টিঅলা ভুলো লোক খুবই। ভুল করে, একবার যখন শীতঅলা এসেছে সেই সময় পৃথিবীতে এসে পড়ল সে। শীতঅলা দেখেই খেপল। কথায় কথায় ঝগড়া এবং দুজনের মধ্যে ভীষণ মারপিট বাঁধল। শীতঅলার পকেটের সমস্ত ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টিঅলার পকেটের সমস্ত মেঘ মারপিটে দিশেহারা হয়ে বের হয়ে পড়ল। বৃষ্টি হলো এবং শীত আরও বাড়ল।

জেরবার অবস্থা সকলের। মারপিট আর থামে না দুই লোকের। বৃষ্টি হয় আর ঠাণ্ডা কনকনে হয়। জমে যেতে থাকে সমস্ত চরাচর। শেষে রফা করলেন বুড়ো বটগাছ। ঠিক আছে, ভুল করে ফেলেছে বৃষ্টিঅলা লোকটা। এর জন্যে মারপিট করতে আছে নাকি? ভুল করে শীতঅলাও একবার এসে পড়লে পারে, বৃষ্টিঅলা যখন পৃথিবীতে থাকে।

বুড়ো বটগাছের কথা শুনবে না এমন বেয়াদব না দুই লোক। কিন্তু কেউ কেউ বলল, 'নিয়ম নেই যে! ও বটগাছ!' বটগাছ বলল, 'নিয়ম নেই, আমরা নিয়ম বানাব।'

সেই থেকে এই– শীতঅলা যে সময় পৃথিবীতে থাকে, বৃষ্টিঅলা ভুল করে একবার টহল দিয়ে যায় পৃথিবীতে। তখন বৃষ্টি হয় আর ঠাণ্ডা আরও বাড়ে।

নিয়মমতো, একই ভুল করে শীতঅলা লোকটাও। বৃষ্টিঅলা যখন পৃথিবীতে থাকে সেও টহল দিয়ে যায় একবার। তখন বৃষ্টির সঙ্গে শীত হয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।

দুই লোক এখন বন্ধু। দেখা হলে আর মারপিট করে না।

'বৃষ্টিঅলা লোকটা আজ সন্ধ্যায় শীতঅলা লোকটার ফ্ল্যাটে এসেছে। তার পকেট থেকে কিছু মেঘ আর বৃষ্টিকণা পড়ে গেছে আকাশে। এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, এই জন্যেই!' অভ্র বলল।

মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনল ক্লাউডিয়া।

অভ্রর বানানো আরেকটা রূপকথা!

লিখে না কেন সে? – আশ্চর্য! এখনও ক্লাউডিয়া যখন বলল, অভ্র হাসল।

Book House Pedia

বলল, 'আর রূপকথা বানানো যাবে না, পাখিরে!'

কী কথা!

গল্প শেষ হলো তারা তখন বৃষ্টিগাছঅলা বাসার গলিতে।

গলি অন্ধকার।

'লোডশেডিং।' অভ্র বলল।

অন্ধকার এবং প্রায় নিঃশব্দ গলি। শীতে কাবু নগরীর লোকজন। বৃষ্টি এর মধ্যে একবারও ধরেনি। ঝুপ ঝুপ হচ্ছেই। বৃষ্টিঅলা এসেছে শীতঅলার ফ্ল্যাটে। ক্লাউডিয়া ভাবল। – কোথায় কোন ফ্ল্যাটে থাকে শীতঅলা? যেতে হবে একদিন। শীতে কি সে সোয়েটার পরে? শীতঅলা? কী রঙের সোয়েটার?

অভ্র বলল, 'তারা ছিল তিনজন।'

ক্লাউডিয়া চমকাল। কারা? কারা ছিল তিনজন?

'কারা?'

অভ্র বলল, 'আততায়ীরা।'

আবার?

রাগ হলো ক্লাউডিয়ার। ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে ভালো লাগে এইসব? ক্লাউডিয়া বলল, 'সব সময় তুমি...!'

অভ্র হাসল। অন্ধকার বলেই মনে হয় তার হাসি কেমন অন্যরকম শোনাল। ভুল হতে পারে ক্লাউডিয়ারও।

বৃষ্টিগাছঅলা বাসার গেইট খোলা। তবে দারোয়ানদের দেখা গেল না। দুই দারোয়ান, দুজনই ষাটোর্ধ্ব। থাকেন গ্যারাজে। বাড়িঅলার একটা 'গরুর গাড়ি' আছে। এই সাইজের গাড়ি আজকাল আর ঢাকা শহরে দেখা যায় না। দারোয়ানদ্বয় গ্যারাজে ঘুম যান 'গরুর গাড়ি'র রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিয়ে। গাড়ি যাতে চুরি না যায়! অভ্র বলেছে, সে একদিন এই গাড়িটা নিয়ে পালাবে। ক্লাউডিয়াকে নিয়ে পালাবে। ক্লাউডিয়া বলেছে, যাবে না সে।

বিল্ডিং অন্ধকার এবং সিঁড়ি অন্ধকার।

শীতার্ত অন্ধকার।

তারা এখন দোতলার সিঁড়িতে। অভ্র একটা খুব অদ্ভুত কথা বলল, 'ম্যাশেটি বলে!'

ক্লাউডিয়া কথাটা ধরতে পারল না। কী বলল? কী বলে?

ক্লাউডিয়া বলল, 'কী?'

'ম্যাশেটি।' অভ্র বলল, 'এক রকম সোর্ড। হলিউডের অ্যাকশন ছবিতে দেখা যায়।'

Book House Pedia

ক্লাউডিয়া বলল, 'ও।'

'তারা ম্যাশেটি ব্যবহার করেছে। ম্যাশেটি ধার!'

ক্লাউডিয়া এবার সিরিয়াসলি রাগল, 'দেখো ভাই, সব সময় এক রকম ইয়ার্কি ভালো লাগে না।'

'ইয়ার্কি না।' অভ্র বলল।

'ইয়ার্কি না? মিথ্যা কথা তো? মিথ্যা কথাও সব সময় ভালো লাগে না!'

'মিথ্যা কথা না–'

'আমি যাচ্ছি!'

'অ্যাই না।'

ক্লাউডিয়ার হাত ধরল অভ্র। ঠাণ্ডা হাত তার। রক্তহিম ঠাণ্ডা। কিন্তু ক্লাউডিয়া কিছু মনে করল না। শীত, বৃষ্টি... ঠাণ্ডা হবে না?

তারা এখন তিনতলায়।

অভ্র দরজার লক খুলল। তারা ঘরে ঢুকল। দরজা আবার বন্ধ করে দিল অভ্র। লকড্।

শীত বলে ঘরের সব জানালা আটকানো।

ক্লাউডিয়া বলল, 'মোম জ্বালাও।'

'জ্বালাচ্ছি।' অভ্র বলল, 'তার আগে আমার একটা কথা শোনো তুমি। ভয় না পেয়ে শোনো।'

হঠাৎ কেমন নার্ভাস লাগল ক্লাউডিয়ার। অভ্র এ রকম করে কথা বলছে কেন? কী বলবে সে? ভয় পাওয়ার মতো এমন কী বলবে?

'শোনো পাখি' অভ্র বলল, 'আমি মিথ্যা কথা বলছি না। ম্যাশেটি দিয়ে তারা আমাকে জবাই করে রেখে গেছে... পাখি!'

আশ্চর্য! ক্লাউডিয়া জানে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে মাটির কণ্ঠস্বর। যেমন বলে। কিন্তু এই কথাটা এখন কেমন বিশ্বাস হলো তার। কেন হলো? অন্ধকার বলে? আতঙ্কিত গলায় সে বলল, 'তুমি মোম জ্বালাও!'

'মোম জানালার কার্নিশে, পাখি। ম্যাচ টুলে।' অনেক দূর থেকে কথা বলছে অভ্র। অনেক দূর থেকে ... মনে হলো ক্লাউডিয়ার।

ক্লাউডিয়া বলল, 'তুমি কোথায়?'

'আছি। এখানে।' – আরও অনেক দূরে সে এখন? অভ্র? না হলে ... সে

Book House Pedia

কেন মোম জ্বালাচ্ছে না?

অন্ধকারে হাতড়ে ক্লাউডিয়া মোম এবং ম্যাচ নিল। মোম ধরিয়ে প্রথম অভ্রকে দেখল না। সে কোথায়? ... সে ... এ কী? এ কী! এ কী! এ কী!

আহ্! লাশকাটা ঘরের হিম ঠাণ্ডা যেন অবশ করে দিল ক্লাউডিয়াকে। মোমের ম্লান আলোয় সে দেখল। ভীষণ শূন্য চোখে শুধুই দেখল।

....

...

...

অভ্রর রক্ত জমাট বাঁধেনি এখনও।

এত রক্ত! এত রক্ত!

রক্তে লাল হয়ে আছে ফ্লোর।

আর অভ্র! চশমা পরা অভ্র!

তাকে খুন করে রেখে গেছে কারা? ... কেন? কার কী অনিষ্ট করেছিল সে? মাটির কণ্ঠস্বর?

পড়ে আছে সে! তার লাশ! ডেডবডি! – আশ্চর্য লাল রক্তের হ্রদের মধ্যে! তার গলা কাটা। হা হয়ে আছে! জবাই হয়ে গেছে মাটির কণ্ঠস্বর! ... কী দিয়ে না ... ম্যাশেটি .... ম্যাশেটি দিয়ে! ম্যাশেটি কী? এক রকম সোর্ড! কী রকম সোর্ড? ... না কি? ... .না কী? ক্লাউডিয়া দেখল। কী ভীষণ ঠাণ্ডা একটা দৃশ্য! কী ঠাণ্ডা!

মোমের কমলা আলো পড়েছে ক্লাউডিয়ার নিঃশূন্য দুই চোখের মণিতে। ঠাণ্ডা কমলা আলো অল্প অল্প কাঁপছে! এত ঠাণ্ডা! এত ঠাণ্ডা! ... কী করে ক্লাউডিয়া এখন?

Book House Pedia

Book House Pedia

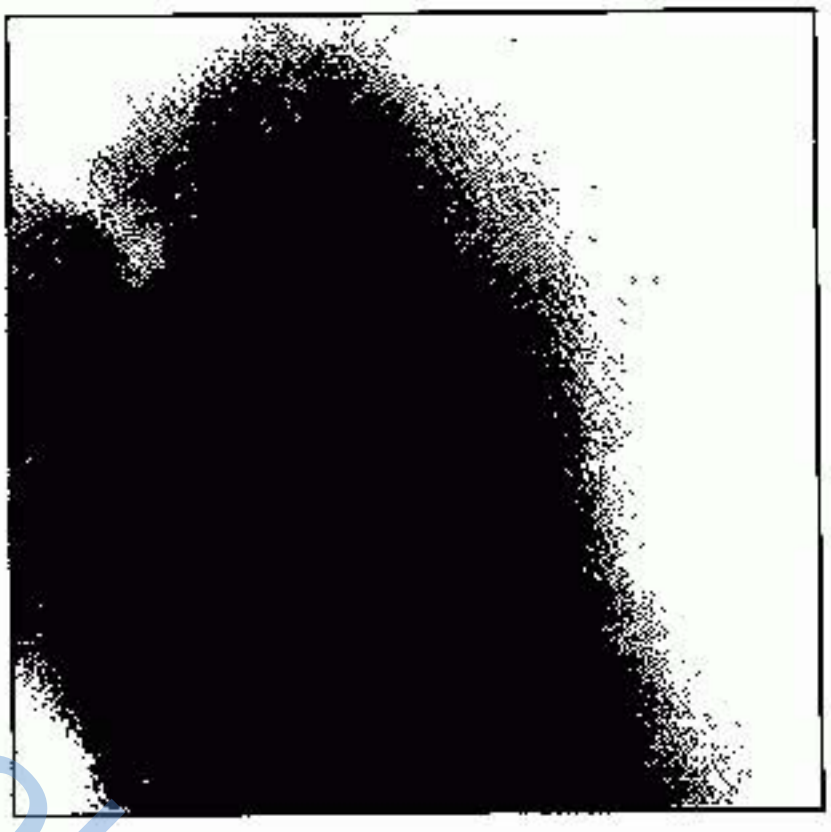

বানরটুপি

দৃশ্য : ৪১

সময়কাল সন্ধ্যা।

কুয়াশা থেকে বের হয়ে এল রিফাত।

ঘন কুয়াশা।

রিফাতের বয়স ৪০-৪১। কিন্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে না। সে একটা হলুদ বানরটুপি পরেছে। সর্ষেফুল রঙের হলুদ। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা পুলিশের গাড়ি ক্রস করল তাকে। মন্দ্র গতিতে।

কেউ ডাকল : অ্যাই রিফাত।

মনে হলো কুয়াশার ভেতর থেকে ডাকল...

এই দৃশ্যটার জন্য কুয়াশা আবশ্যক।

একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?

পত্রিকার 'আবশ্যক' বিজ্ঞাপন কলামে?

Book House Pedia

এমন চিন্তাও করেছে মুনাবিল।

নিরুপায় চিন্তা।

ঢাকা শহরে বলে শীতই পড়ে না, কুয়াশা কোন মুল্লুক থেকে পড়বে?

অথচ কুয়াশা না হলে হবে না।

ঢাকা শহরের রাস্তায় কুয়াশা।

চিট করা যায়, উপায় আছে।

'স্মোক' দিয়ে কুয়াশা বানিয়ে দেয়া যায়।

কিন্তু স্বস্তি পাবে না মুনাবিল। সে কুয়াশায় ওঠাবে দৃশ্যটা। সত্যিকার কুয়াশায়। কিন্তু কুয়াশা না পড়লে?

হতচ্ছাড়া রকমের একটা টেনশন।

সময় খুবই কম এদিকে হাতে।

ঈদ উপলক্ষে দেখাবে একটা চ্যানেলে, পঁচিশে ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই নাটক বানিয়ে জমা দিতে হবে।... আর সব দৃশ্য তোলা হয়ে গেছে। চৌত্রিশ মিনিট এডিটিং করা হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নাটক। টাইটেল করেছে আর্টিস্ট রুহিতন মিস্ত্রি। পছন্দ করেছে ইউনিটের লোকজন। বুকঝিম একটা ব্যাপার হয়েছে। মিউজিক করে দিচ্ছে সনাতন আনন্দ। কিছু কিছু শুনেছে মুনাবিল। এক্সপেরিমেন্টাল, অফ ট্রেকের মিউজিক। শীতকালে দেখাবে নাটকটা, শীতের হিম ফিল করতে পারবে ভিউয়াররা। মিউজিকে। কিন্তু কুয়াশা?

কি করে মুনাবিল?

ইলা বলল, 'তুমি প্রার্থনা কর।'

মুনাবিল বলল, 'কিসের প্রার্থনা?'

'কুয়াশার জন্য প্রার্থনা।'

'ও। কার কাছে প্রার্থনা করব? সিটি করপোরেশনের মেয়রের কাছে?'

'তা কেন? শীতকালের কাছে!'

ইলার সব কথা শোনে মুনাবিল।

সে দুইদিন আগে প্রার্থনা করেছে, 'শীতকাল। ও শীতকাল। একদিন ভাই একটু কুয়াশা হোক না! মাত্র একদিন!'

তার বাসার ছাদেই উক্ত প্রার্থনার ঘটনা ঘটেছে। ইলা ছিল।

'জামাই' কথা শুনেছে দেখে 'পুপুর মা' খুশি হয়েছে।

তারা বিয়ে করবে জানুয়ারিতে। এবং তাদের একটা বাচ্চা হলে তারা বাচ্চাটার নাম রাখবে পুপু। সেই হিসেবে 'পুপুর মা' ইলা।

তাদের দুজনের অনেক অনেক স্বপ্নের মধ্যে একটা স্বপ্ন।

Book House Pedia

একটু আগে ফোন করেছিল ইলা, 'কুরোসাওয়া, তুমি কোথায়?'

'এখন বাসায়।' মুনাবিল বলল, 'সকালে অরনেট ভিজ্যুয়াল-এ ছিলাম। দুপুরে আজিজ মার্কেটে ছিলাম, বিকেলে পল রোজারিওর বাসায়...'

'এখন বাসায় কি করো তুমি?'

'কি করব? সিনেমা দেখছি।'

'ও কোনটা? 'অযান্ত্রিক' না 'মসিয়ো ভার্দু'? না 'সিনেমা প্যারাদিসো'?'

মুনাবিল হাসল।

কিছু ছবির সে নিয়মিত দর্শক। নিয়ম করে দেখে। –'অযান্ত্রিক', 'পথের পাঁচালি', 'সিনেমা প্যারাদিসো', 'মসিয়ো ভার্দু' আর 'ড্রিমস্'। কুরোসাওয়ার 'ড্রিমস'। বার বার দেখে।

এখন অবশ্য দেখছে 'ব্ল্যাক আউট।' কবি টোকন ঠাকুরের ছবি। ভিডিও ফরমেটে বানানো ছবি মুক্তি পায়নি। টিভিঅলারা দেখাতে সম্মত হয়নি। নানারকম ব্যাপার স্যাপার আছে ছবিতে। ড্রাগ, আর্ট-কালচার, রাষ্ট্র কাঠামো...। তামাক...গাঁজা বানানো দেখিয়েছে ডিটেইল। এত হজম হবে না আমাদের 'কোমলমতি' টিভি দর্শকদের।

প্রিমিয়ার শো হয়েছিল অবশ্য। রাশিয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। মুনাবিল যেতে পারেনি।– সিডি দেখে সে এখন মুগ্ধ।

বলল, 'ব্ল্যাক আউট! ব্ল্যাক আউট দেখছি।'

'ব্ল্যাক আউট? টোকনদার ব্ল্যাক আউট?'

'হ্যাঁ।'

'ও, কেমন?'

'অ-সাধারণ। থার্টি ফাইভে হলে এই কাজটা–'

'তুমি কি এই ছবি নিয়ম করে দেখবে?'

'হ্যাঁ দেখব। কবি আবার আর্টিস্ট, এ যখন একটা ছবি বানায়, সেটা বার বার না দেখলে হয়? কি করেছে না দেখলে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। ড্রিম সিকোয়েন্স, আবহসঙ্গীত– অর্ণব করেছে– আর টাইটেল... তুমি কী দেখবে? দেখলে সিডিটা আমি রেখে দিতে পারি। টোকন ঠা...'

'ওরে! কত কথা বলেরে!' বিজ্ঞাপনের বিখ্যাত ডায়লগটা দিয়েই সিরিয়াস হয়ে গেল ইলা, 'আই ছেলে তুমি শ্যুটিং করবে না?'

'কি শ্যুটিং?'

'আশ্চর্য! কুয়াশার শ্যুটিং? দৃশ্য একচল্লিশ?'

'করব। কেন?'

Book House Pedia

'কোনদিন জনাব?'

'কুয়াশা পড়লেই।'

'কুয়াশা পড়েনি? কেন? শীতকাল তো তোমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

'কী?'

'জি আব্বা। কুয়াশা হয়েছে।'

'কী? কোথায়?'

কোথায় বলে ফোন রেখে দিল ইলা।

সঙ্গে সঙ্গে শাহানকে ফোন করল মুনাবিল, 'শ্যুটিং অ্যারেঞ্জ করতে হবে শাহান। রুদ্রদা কোথায়?'

শাহান বলল, 'শাহবাগে মনে হয়।'

'ফোন করে ধর।'

'জি।'

রিফাতের রোলটা করছেন রুদ্রদা। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার। আজিজ মার্কেটের বিখ্যাত কবি। অতি ভালো লোক। মাঝে মধ্যে সামান্য পরিমাণ তামাকের নেশা করে থাকেন। ব্যাপার না।...একটা কবিতার বই আছে কবি রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের, 'উদ্বাস্তুর আকাশও থাকে না।' কয়েক বছর আগে বেরিয়েছিল এবং নিঃশেষ হয়ে গেছে।

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার এর আগে অভিনয় করেননি। মুনাবিলও কখনও ভাবেনি। সব সময় দেখে কবি রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে, কখনই নাটকের ক্যারেকটার হিসেবে মনে হয়নি।

মনে হয়নি কেন?

কেন হবে?

নাটকের স্ক্রিপ্টটা লিখে মুনাবিল যথারীতি প্রথম পড়তে দিয়েছিল ইলাকে। পড়ে ফোন করে ইলা বলল, 'রিফাতের ক্যারেকটারটা কে করবে?'

মুনাবিল চিন্তা করেছিল মঞ্চাভিনেতা দিদারুল কবীরকে।

ইলা বলল, 'আরও চিন্তা করে দেখো।'

'কেন তোমার কাকে মনে হয়?'

'তুমি হাসবে না।'

'না বলো।'

'রুদ্রদা।'

'রুদ্রদা মানে?'

Book House Pedia

'রুদ্রদা মানে রুদ্রদা! রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার।'

'রুদ্রদা? কি বলো তুমি?'

'তুমি চিন্তা করে দেখো।'

চিন্তা করে দেখল মুনাবিল। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার অ্যাজ রিফাত। হলুদ বানরটুপি পরে রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বের হয়ে এলেন কুয়াশা থেকে। না, রিফাত। রিফাত। রিফাত। নাহ্ ইলা কখনও কখনও... ইলা শার্প...। মুগ্ধ মুনাবিল একটা এসএমএস করল–

I love u baba

রিপ্লাই এল দেড় মিনিটের মাথায়।

ইলার এসএমএস–

Baba?

Thappor khaba?

কিন্তু রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার কি একটা বাণিজ্যিক প্যাকেজ নাটকে অভিনয় করবেন? কত রকম থাকে কবিদের। নীতিগতভাবে কোনও বাণিজ্যিক পত্রিকায় কবিতা দেন না রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার। লিটল ম্যাগ ছাড়া লিখেন না। অভিনয় যদি না করতে চান, না করবেন। জোরজার করবে না মুনাবিল। কথা বলল সে একদিন। এবং তার আশংকা নেহায়েতই অমূলক প্রমাণিত হলো। সব শুনে রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন, 'তুমি কিছু চিন্তা কইরো না, মিয়া। নাটকের পাট তো, গাইয়া দিমুনে।'

মুনাবিলের একটা দুঃশ্চিন্তা কাটল।

'খালি একটা কথা কই মিয়া' রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন, 'নাটকে কি তোমার উই যে 'প্রমিতো' বাংলায় কথা কওন লাগব?'

'আরে না, রুদ্রদা! আপনাকে কথাই বলতে হবে না।'

'এইডা আবার কি কতা কও মিয়া? বোবা না মরা সৈনিকের পাট?'

'আরে না!' মুনাবিল বলল, 'বোবা না মরা সৈনিকও না। আপনার ক্যারেকটারের নাম রিফাত।'

'রিফাত? আইচ্ছা। ক্যারেকটার কি? গরুর দালাল?'

'আরে না রুদ্রদা, গরুর দালাল কেন হবে?'

'গরুর দালাল মিয়া কঠিন ক্যারেকটার? দেখছ স্বচক্ষে? না দেখলে আমারে দেখ।'

হেসে ফেলল মুনাবিল, 'আপনি কি গরুর দালাল?'

'এককালে মিয়া হেই কামও করছি। এহন কও তুমার রিফাত কি করে?'

মুনাবিল বলল, 'কবি।'

Book House Pedia

'ও কবি। তাইলে তো অইলই। শ্যুটিং কবে করবা? ডেইট ঠিক অইলেই আমারে কইও। আইচ্ছা, আমার ফোন নাম্বারটা রাখো।'

'ফোন নাম্বার! আপনি ফোন নিয়েছেন রুদ্রদা?'

'নেই নাই, নিতে বাইধ্য অইছি মিয়া!'

শ্যুটিং শুরু করে মুনাবিল দেখল রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার একজন অত্যন্ত 'বাইধ্য' অভিনেতা। শীত পড়েনি ঢাকা শহরে, সোয়েটার পরলেই হাঁপ ধরে যায়, এর মধ্যে হলুদ বানরটুপি আর জ্যাকেট চাদর পরে অভিনয়, কঠিন কর্ম। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের ধৈর্য দেখে মুগ্ধ, নাটকের লেখক এবং পরিচালক মুনাবিল, শুটিং স্পট থেকেই একটা এসএমএস করল ইলাকে–

R S GOOD
U GOOD

ইলা রিপ্লাই করল সঙ্গে সঙ্গেই–

U Bad
N Mad

কিন্তু আর এস... রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে কী পেয়েছে শাহান?

মুনাবিল আবার ফোন করল ইলাকে।

ইলা বলল, 'কী হলো?'

'কি করেন আপনি?'

'কৈশোরক পড়ি।'

'কী?'

'কৈশোরক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৈশোরক...

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়
গণেশকেও বলে যে মা গাণুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ।'

'ভাল খুকি।'

'কী?'

'না, বিনীত নিবেদন এই যে, এখন কৈশোরক না পড়লে হয় না?'

Book House Pedia

'কি করব?'

'শ্যুটিং-এ আসেন!'

'কি? কি? কি? কি? তুই ব্যাটা একদমই গোন উইথ দ্য উইন্ড হয়ে গেছিস! কৈশোরক রেখে আমি তোর ভূতুড়ে নাটকের শ্যুটিং দেখতে আসব? এই শীতের মধ্যে? কক্ষনো না। সরি বাবা!'

রবীন্দ্রনাথকে এই মুহূর্তে চরম শত্রু বিবেচনা করল মুনাবিল।

– শত্রু! শত্রু!

শত্রু এখন থাকিলে মুশকিল হইত।

ইলা তাঁহার প্রেমে পড়িত।

আরও অনেক বালিকাও পড়িত। পড়িতই।

কিন্তু ইলা...

ছায়ানটের ছাত্রী ইলা । অনেক গান শোনায় মুনাবিলকে। 'ও আমার চাঁদের আলো' শোনায়। 'পুরানো সেই দিনের কথা' শোনায়। 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' শোনায়।

'এটা আপনি একটা ভালো কাজ করলেন না।' রবীন্দ্রনাথকে বলল মুনাবিল, 'আমি কি আপনাকে ভালোবাসি না?'

দেয়ালে ঝুলানো রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও?...'

জলরঙের রবীন্দ্রনাথ। শাদা চুল শাদা দাড়িঅলা, আলখাল্লা পরনে। নবী স্যারের আঁকা। রফিকুন নবী। অবিকল রেকর্ডের গলায় জলরঙের কবি 'কালের যাত্রার ধ্বনি' বললেন। মুনাবিল শুনল। এই সময় তার ফোন বাজল। শাহান।

শাহান বলল, 'বস, রুদ্রদাকে পাইনি।'

'পাইনি মানে? কোথায় দেখেছিস?' মুনাবিল বলল।

'কোথাও দেখিনি।' শাহান বলল, 'রুদ্রদার ফোন নট ইন ইউজ।'

'তুই এক্ষুণি শাহবাগে যা।'

'জ্বি, বস।

'আর সবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'হাউজের গাড়ি সামির ভাই, জেকব, রিচার্ড, পংখি আর সানোয়ারকে নিয়ে বের হয়ে গেছে।'

'গুড। তুই এখন আজিজ মার্কেটে যা।'

চিন্তিত হলো মুনাবিল।

কঠিন একটা মুশকিল হয়ে যাবে এখন। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে না পাওয়া

Book House Pedia

গেলে। তামাক আত্মস্থকারী ব্যক্তিরা প্রকৃতিগতভাবে শীতকাতুরে হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার হিম-শীত পড়েছে। যদি আজ সামান্য তামাকও গ্রহণ করে থাকেন রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার? ঝিম মেরে পড়ে থাকবেন তার নিজস্ব কোনো হাইডআউটে! - বারোটা বেজে যাবে নাটকের? আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে, কাল সে রকম হবে নাকি? যদি না হয়? পরের কোনও নাটকে কুয়াশা থাকলে, অবশ্যই সেই কুয়াশা ঢাকা শহরে রাখবে না মুনাবিল। শ্যুটিং করবে কোনও মফস্বল এলাকায়...

আবার ফোন বাজছে।

শাহান?

না।

সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'সাপ্তাহিক'-এর জব্বার। জব্বার হোসেন।

'সালামওয়ালিকুম, মুনাবিল ভাই।'

'আরে জব্বার! আপনি কোথায়?'

'অফিসে আছি মুনাবিল ভাই। আপনি কোথায়?'

'জব্বার, আপনি কি ফ্রি আছেন?'

'আপনার জন্যে ফ্রি। কি করতে হবে বলেন?'

'সময় থাকলে শ্যুটিং দেখতে আসতে পারেন।'

'অবশ্যই আসব, মুনাবিল ভাই। কোথায়? কখন?'

'এখনই।' মুনাবিল বলল।

'কোথায়?'

মুনাবিল বলল কোথায়?

জব্বার বলল, 'আপনি কি স্পটে আছেন?'

'নারে, ভাই। আমি বাসায়। এখন বেরুব।'

'ঠিক আছে, মুনাবিল ভাই। আমি আসছি।'

'আচ্ছা, আসেন।'

দশ মিনিটের মধ্যে মুনাবিল যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে বেরুলো।

বের হয়েই কাতর হলো শীতে।

ঢাকা শহরে শীত তাহলে পড়েছে!

এবং কুয়াশা।

তথাস্তু! তথাস্তু!

যানবাহন খুবই কম রাস্তায়।

একটা সিএনজি অটোরিকশা মিলল।

ধানমন্ডি বলল সত্তর টাকা।

Book House Pedia

তথাস্তু।

উঠে পড়ল মুনাবিল। এবং নাটকের দৃশ্যে মনোনিবেশ করল।

দৃশ্য ৪১। এটা হবে বুকঝিম একটা দৃশ্য। এই দৃশ্য ফেইল করলেই ফেইল। ক্যামেরা ফ্রি রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার আর তার স্বাভাবিক পোয়েটিক জেশ্চার, অন্য একটা মাত্রা আনবে দৃশ্যটায়। আশা করা যায়।

না, শীত ভালোই পড়েছে!

দাপুটে কুয়াশা, অটোরিকশার হেড লাইটের আলো পারছে না। নাস্তানাবুদ হচ্ছে কুয়াশার গাঢ়ত্বে। আহা! এই কুয়াশাই প্রার্থনা করেছিল মুনাবিল। ধন্যবাদ, হে শীতকাল!

আর কেউ ফোন করল না রাস্তায়।

শ্যুটিং স্পটে পৌঁছে মুনাবিল দেখল, সৈন্যদল প্রস্তুত। আলমগীর রিচার্ড কামরুল জেকব সামির এবং প্রোডাকশনের অন্যান্য পোলাপান। এবং ইলা। ইউনিটের সবুজ ফোল্ডিং চেয়ার খুলে ইলাকে বসতে দেয়া হয়েছে। সে কথা বলছে সামিরের সঙ্গে। শাহান কোথায়?

ইলা জ্যাকেট স্কার্ফ টুপি গ্লাভস ইত্যাদি যাবতীয় শীত বস্ত্র পরেছে। মনে হচ্ছে এস্কিমো ইলা। সে মুনাবিলকে দেখেও দেখল না।

মুনাবিল একটা চেয়ার নিয়ে বসল। বলল, 'লাইটস?'

'রেডি, বস্।' আলমগীর বলল।

মুনাবিল বলল, 'শাহান আসেনি?'

'এসে আবার গেছে।' ইলা বলল, 'রুদ্রদাকে ধরতে।'

'রুদ্রদা কোথায়?'

'আমি কী করে বলব?'

প্রথমে শাহানকে ফোন করল মুনাবিল।

ফোন বাজল কিন্তু শাহান ধরল না। সে কোথায়? রুদ্রদাকে কী এখনও পায়নি?

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে ফোন করল মুনাবিল। 'চারা গাছে ফুল ফুইটাছে' শুনল। এটা রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের ফোনের হ্যালো টিউন। – 'চারা গাছে ফুল ফুইটাছে ফুল ধইরো নারে মালী ডাল ভাইঙ্গো না...।'- তিনবার চারা গাছে ফুল ফুটতে দিয়ে

Book House Pedia

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার ফোন ধরলেন, 'কি মিয়া?'

'রুদ্রদা, আপনি কোথায়?'

'চাদ্দরের তলায়। তুমি কই?'

'শ্যুটিং রুদ্রদা। একচল্লিশ নাম্বার দৃশ্যটা করব। শাহান ধরে আনতে গেছে আপনাকে। আপনি কোথায়? লোকেশন বলেন।'

লোকেশন বললেন না রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার। একটা রহস্য রেখে বললেন, 'তুমরা কোনখানে কও?'

– বলল মুনাবিল।

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন, 'লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন রেডি? আট দশ মিনিটের মধ্যে তুমি আমারে ক্যামেরার সামনে দেখবা।'

'থ্যাংক ইউ, রুদ্রদা। বানরটুপিটা আপনার ঝোলায় আছে না?'

'কি কও না কও মিয়া? এই শীতের মইধ্যে কেউ বানদরটুপি ঝুলায় রাখব? আমি কি বেক্কল? আমি তুমার টুপি পইরা ঘুরতেছি।'

ভাল। স্বস্তিবোধ করল মুনাবিল। বলল, 'রুদ্রদা'– শুনলেন না রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার, ফোনের লাইন কেটে দিয়েছেন। তবে দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই আর।

শ্যুটিং জোনে ঘাসফড়িঙের কংকাল মার্কা একটা মিশুক অটোরিকশা ইন করল। ইউনিটের গাড়ি ক্রস করে থামল। মিশুক থেকে কুয়াশায় ল্যান্ড করল দুজন। শাহান এবং 'সাপ্তাহিক'-এর জব্বার। এরা একসঙ্গে এল কোত্থেকে?

'সালামওয়ালিকুম, মুনাবিল ভাই।' জব্বার বলল।

'কেমন আছেন, জব্বার?' মুনাবিল বলল। 'এই শীতের মধ্যে অফিসে কি?'

'আর বলবেন না, ঈদসংখ্যার ব্যস্ততা। ২০ তারিখের মধ্যে যেভাবে হোক পত্রিকা মার্কেটে দিয়ে দিতে হবে। এদিকে অর্ধেক লেখক লেখাই দেয়নি।'

ইলা বলল, 'টোকন কিছু লিখেছে?'

মুনাবিল আশ্চর্য হয়ে তাকাল, 'টোকন?'

'টোকনদা।' ইলা বলল।

'ও।' আশ্বস্ত হল মুনাবিল। বলল, 'আমি আরও মনে করেছিলাম...'

'কী?'

মুনাবিল হাসল, 'না, তুমি–'

'আরে বাবা, এটা–

ফোন বাজল।

Book House Pedia

ইলার।

ইলা ফোন ধরে বলল, 'কি হয়েছে?...হুঁ। হুঁ।...তুমি মা একটা টেনশনের কাচ্চা। না। না। ...। ...হ্যাঁ। বাবা? না?...আচ্ছা রাখি। তুমি টেনশন করো না, হ্যাঁ?...লক্ষ্মী সোনা! রাখি। বাই! ...বাই মা!'

ইলার কথা শেষ হলো আর রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার ফোন করলেন, 'তুমরা কি রেডি?'

মুনাবিল বলল, 'জি, রুদ্রদা।'

'ক্যামেরা রোল অ্যাকশন কইরা দেও। আমি ইন করত্যাছি শটে।'

মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেল মুনাবিল। অবতীর্ণ হলো তার নিজস্ব ভূমিকায়। প্যাকেজ নাটকের স্বনামখ্যাত নাট্যকার এবং পরিচালক মুনাবিল হাসান। একটা তড়িৎ চিন্তা করল সে। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের কথা মতো আগে একটা শট নিয়ে নেয়া হোক। চমৎকার রিয়েলিস্টিক একটা শট হয়ে যেতে পারে। না হলে আবার নেয়া যাবে। না হলে আবার।

শাহান বলল, 'বস্।'

মুনাবিল তাকাল।

'ওয়ারেস ভাই গাড়ি পাঠাচ্ছেন।'

মুনাবিল বলল, 'ওক্।'

ওয়ারেস ভাই সামিরের কাজিন। ডিএমপির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। মুনাবিলের নাটক দেখেন এবং খুবই পছন্দ করেন। ফোনে একদিন কথা বলেছে মুনাবিল। ওয়ারেস ভাই বলেছিলেন গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। টহল পুলিশের গাড়ি। শুধু তাঁকে ফোন করে একবার মনে করিয়ে দিতে হবে। নিশ্চয় ফোন করেছিল শাহান। ইলা কি আর এমনি এমনি শাহানের নাম দিয়েছে 'সে ওয়ান।' মুনাবিল হলো 'মন আবিল।'

আবার ফোন বাজল মুনাবিলের।

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার।

'রেডি নি তুমরা?'

'রেডি, রুদ্রদা।'

'আমি ইন করত্যাছি তাইলে।'

'জি।'

ফোন অফ করে মুনাবিল শ্যুটিং জোন দেখল। সোলার, মাল্টি টেন এবং বেবি লাইট অন করা হয়েছে। ভূতের চোখের মতো লাগছে কুয়াশায়।

'জোন কোয়ায়েট।' মুনাবিল বলল, 'ক্যামেরা রোল'–

Book House Pedia

সামির বলল, 'রোল।'

মুনাবিল কাউন্ট ডাউন করল, 'ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো, অ্যাকশন–

মনিটরে কুয়াশা।

গাঢ় কুয়াশা। লাইট পড়ে কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে।

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার ইন করছেন না কেন?

মাত্র না ফোন করলেন...

একখানে অধিকতর গাঢ় কি কুয়াশা?

মনিটরে দেখল মুনাবিল।

হ্যাঁ।

শেইপ নিচ্ছে গাঢ় কুয়াশা। একটা মানুষের আকৃতি নিচ্ছে। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার?

দেখা গেল রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে।

কুয়াশার ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন বানরটুপি পরা কবি। 'হরিফাইং' লাইট করেছে কামরুল। রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের চোখে অন্ধকার থাকবে, রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার যখন এদিকে তাকাবেন...। কিন্তু একী? গাঢ় নীল রঙের বানরটুপি কেন পরে আছেন রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার? এই না ফোনে বললেন... কী বললেন? আশ্চর্য! একটা লোক হলুদ বানরটুপি পরে আর সমস্ত দৃশ্যে অভিনয় করল, কন্টিনিউইটি ওর মনে থাকবে না?

মুনাবিল বলল, 'কাট।'

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন, 'কি অইল মিয়া?'

'আপনার হলুদ টুপি কোথায়? রুদ্রদা? আপনি এই নীল টুপ–?

বলতে বলতে মুনাবিল দেখল, নীল রঙের বানরটুপি কোথায়, সবুজ রঙের একটা বানরটুপি পরে আছেন রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার। কী করে? এই গাঢ় নীল ছিল না টুপিটা? তাজ্জব ব্যাপার তো। লাইটের গণ্ডগোল?– না। দেখল মুনাবিল। লাইট ঠিক আছে। তবে? আবার রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারকে দেখে আবার আশ্চর্য হতে হলো। সবুজ বানরটুপি এর মধ্যে কটকটে, কমলারঙের টুপি হয়ে গেছে!

অন্যরা কী এই ব্যাপারটা দেখছে?

তারা কিছু বলছে না কেন?

জোন কোয়ায়েট। পিনড্রপ সাইলেন্স।

'রুদ্রদা!' মুনাবিল বলল। 'কী হয়েছে?'

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার হাসলেন?

'রুদ্রদা!'

কমলা রঙের টুপি এখন বেগুনী।

Book House Pedia

এসব কী?

'রুদ্রদা!'

মনিটর ছেড়ে উঠে এল মুনাবিল। দাঁড়াল তার অভিনেতা কবি রুদ্রাক্ষ সমাদ্দারের সামনে।

আবার একবার রং বদল হলো টুপির।

এখন লাল রং।

চোখ ধাঁধানো তীব্র লাল রং।

মুনাবিল বলল, 'রুদ্রদা এটা–'

'কন্টিনিউইটি ব্রেক কইরা ফালাইছি?' বলে হাসলেন রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার। বানরটুপিতে তাঁর হাসি আটকালো। কেমন অন্যরকম শোনাল হয়ত পরিবেশগত কারণেও। মুনাবিল বলল, 'রুদ্রদা!, এসব কী?'

'কি কও না কও মিয়া' রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন 'কোন সব কও?'

'আপনি লাল টুপি পরে আছেন কেন?'

'লাল টুপি? লাল টুপি তুমি কই দেখলা?'

দেখল মুনাবিল।

আরেকটু গাঢ় হলো কী কুয়াশা?

হলো।

সেই কুয়াশার মধ্যে রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার।

লাল না, সর্ষেফুল হলুদ রঙের বানরটুপি পরে দাঁড়িয়ে আছেন!

কন্টিনিউইটির হলুদ টুপি।

তাহলে এতক্ষণ কী ঘটল?

মুনাবিল ফিস ফিস করে বলল, 'রুদ্রদা!'

রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার বললেন, 'কী? তবদা লাইগ্যা গেছো মনে অয় মিয়া? শ্যুটিং করবা না? আমি আবার যাই কুয়াশার মইধ্যে?'

মুনাবিল যন্ত্রচালিতের মতো বলল, 'যান।'

'ক্যামরা রোল অ্যাকশন কইবা না?'

'বলছি, আপনি–'

এদিকে তাকালেন রুদ্রাক্ষ সমাদ্দার।

বেবি লাইটের আলো পড়ল তার মুখে।

মুনাবিল দেখল। কে এটা? রুদ্রদা না...

মুখটা বীভৎস। এমন দগদগে যেন এসিডে ঝলসানো। তাকানো যায় না!

আর চোখ নেই! চোখের কোটরে গহীন গাঢ় অন্ধকার।

Book House Pedia

ঠাণ্ডা অন্ধকার!

হিম অনুভব করল মুনাবিল।

কে এটা?

'আপনি কে?' মুনাবিল বলল।

লোকটা(!) হাসল। এমন ঠাণ্ডা, এমন পৈশাচিক হাসি, সরীসৃপের রক্তের মতো একটা ঠাণ্ডা, নেমে গেল মুনাবিলের শিরদাঁড়া বেয়ে। এত শীতের কাপড়-চোপড় পরে থাকলেও তার শীত করে উঠল।

অন্ধ নৃশংস মুখটা সে দেখল।

এটা কে? কোত্থেকে এল?

যেন এটা তারই বানানো একটা অতিপ্রাকৃত নাটকের দৃশ্য।

আর কেউ কি দেখছে না দৃশ্যটা?

কেউ কিছু বলছে না কেন?

এত কুয়াশা, এত কুয়াশা, এই কুয়াশা যেন পার্থিব না! অপার্থিব, এমনই হিম!

সম্মোহিতের মতো মুনাবিল দেখল, ঘুরল পিশাচটা!

এবং... এবং...

এবং...

মিলিয়ে

গেল

কুয়াশায়...!

এবং সব লাইট নিভে গেল জোনের।

'শাহান!' বলে ঘুরল মুনাবিল।

! ! ! ! ! ! !

... কোথায় শাহান?

ইলা সামির জব্বার ইউনিটের লোকজন?

ইউনিটের গাড়ি?

'শাহান! ইলা!'

কোথাও কেউ নেই।

মুনাবিল দেখল সে একা।

একা দাঁড়িয়ে আছে নিশূন্য রাস্তায়...

একা, অপার্থিব হিম কুয়াশার ভেতরে...!

Book House Pedia

Book House Pedia

কবরের নৈঃশব্দ্য

কবরের নৈঃশব্দ্য ঘরে...
পড়ে তাকালেন শফিকুল কবির।
জনপ্রিয় 'চিল' পত্রিকার সম্পাদক।

'চিল' রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা।
ইংলিশে বানান লেখা হয় সি এইচ আই এল এল।
বাংলার সঙ্গে ইংলিশ লোগোও ছাপা হয়।
ঝকমকে স্মার্ট পত্রিকা।
রহস্য রোমাঞ্চ বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোনো বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।
কিছু ছেলেপুলে লেখে পত্রিকায়।
চিলড এবং থ্রিলড করে পাঠককে।
'চিল' পাক্ষিক।
সার্কুলেশন আঠারো থেকে উনিশ হাজারের মধ্যে ওঠানামা করে।

Book House Pedia

শফিকুল কবির এককালে সিরিয়াস কবি ছিলেন। এবং সিরিয়াস গল্পকার ছিলেন। জীবন ঘনিষ্ট গল্প লিখতেন। কিছু নামও হয়েছিল। অনেক পড়তেন। এখনও পড়েন। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, থ্রিলার, প্রবন্ধ। সেই সময় প্রথম পো পড়েন। এলান পো, অ্যাডগার। পোর কবিতার অনুবাদ পড়ে অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে নীলক্ষেতের পুরান বইয়ের দোকানে 'কমপ্লিট পো' পেয়ে যান একদিন। পোর রহস্যময় জগত এতটাই বিস্মিত ও ঠান্ডা করে দেয় তাকে, বার বার পড়েন 'লিডিয়া', বার বার 'ফল অভ দ্য হাউস অভ আশার', বার বার 'দ্য টেল-টেইল হার্ট...' ।- পোর অসামান্য একেকটা গল্প। পড়ে ব্যাপক একটা পরিবর্তন ঘটে যায় তার মনোজগতে।- তিনি লিখেন রাতে। শুয়ে লিখেন। বার বার পোর গল্প পড়ে, তিন রাতে লিখেন 'আহা' গল্পটা। তার লেখা প্রথম রোমাঞ্চ কাহিনী। কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'রহস্য পত্রিকা'র এক শীতকালীন সংখ্যায় ছাপা হয় 'আহা'। এরপর সিরিয়াস লেখক আর সিরিয়াস জগতে ফিরেননি।

একটার পর একটা রোমাঞ্চকাহিনী। লিখে গেছেন। রাত ধরে ধরে।

বই প্রকাশিত হয়েছে এবং বেস্ট সেলার হয়েছে।

এরপর 'চিল'।

গত সাত-আট বছরে বাংলা রহস্য সাহিত্যের একটা আইকন হয়ে গেছে শফিকুল কবির।

তার আরো বই প্রকাশিত হয়েছে এবং বেস্ট সেলার হয়েছে।

'ছায়াবিনী', 'কেউ যায় না' এবং 'কারা' - গত দুই বছরে এই তিনটা বইয়েরই অষ্টম মুদ্রণ-নবম মুদ্রণ হয়েছে।

ব্যক্তিগত আর কিছু তথ্য-

শফিকুল কবিরের বয়স সাতচল্লিশ।

আটচল্লিশ হবে নেক্সট মে-তে।

ছেলেমেয়ে নেই। বিয়ে করেননি।

একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন।

এই সবের মধ্যে দুঃখ ভারাক্রান্ত কোনো রহস্য অবশ্য নেই।

বিয়ে করেননি, করবেন না, এমন না।

একটা হিসাব করে রেখেছেন।

Book House Pedia

বিয়ে করবেন বায়ান্নো বছর বয়সে।

এর আগে শেডিউল দিতে পারছেন না।

তার প্রিয় রহস্য লেখক অসংখ্য। এডগার এলান পো, আসাথা ক্রিস্টি, প্যাট্রিক সাসকিন্ড, ড্যান ব্রাউন, হুমায়ূন আহমেদ...।

অ্যাডভেনচারাস তিনি। ডেসপারেট ক্যারেক্টার।

পর্বতারোহী দলের সক্রিয় সদস্য।

তাজিনডং পাহাড়ের উঠেছিলেন। চূড়োয় বসে ফ্লাস্কের ঠাণ্ডা চা খেয়েছেন। রেগুলার স্মোকার না, তবে এত উঁচুতে উঠে একটা সিগারেট টেনে যাবেন না? এই কথা মনে করে আগে থাকতেই এক প্যাকেট লাইট বেনসন নিয়ে উঠেছিলেন। সিগারেট টেনেছেন।

অনেক জঙ্গল অনেক নদী দেখেছেন।

জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলছে মানুষ। আর কত নদী মরে যাচ্ছে দিন দিন। এও মানুষই। নদী-হন্তারক। জঙ্গল-হন্তারক। জিরো জিরো সেভেন প্রত্যেকটা মানুষই। লাইসেন্সড টু কিল। কিন্তু এটা যদি উল্টে যায় কোনোদিন? নদী এবং জঙ্গল হন্তারক হয়? ফুঁসে ওঠে এতদিনের রাগ এবং বিবমিষায়?

আবছা একটা প্লট।

এটা নিয়ে যে কোনোদিন একটা চিলিং গল্প লেখা হয়ে যাবে। প্লটটা কথায় কথায় শফিকুল কবির বলেছিলেন সিদ্দিক ছালেককে। সিদ্দিক লেখে দন্ত্য-স দিয়ে আবার 'ছালেক' লেখে ছাগলের 'ছ' দিয়ে। সিদ্দিক ছালেক একজন ছড়াকার। বিরক্তিকর একটা ক্যারেক্টার। ছাগলটা একটা ছড়া লিখে সেটা ছাপিয়ে দিয়েছে পত্রিকায়—

কেটে সাফ করে কারা
জঙ্গল?
মানুষের দঙ্গল।
একদিন ধেয়ে এলে জঙ্গল
বাঁচতে পারবে না রে
মানুষের দঙ্গল।

বিরক্তিকর! ছড়ার ভালো-মন্দ বোঝেন এরকম মনে করেন না শফিকুল কবির। কিন্তু সিদ্দিক ছালেকের লেখাটা তাকে যারপরনাই বিরক্ত করেছে। তার প্লটে মই দিয়েছে ছাগলটা! মই দেয়া গরু মহিষের মানায়, ঘোড়াকেও মানায়, কিন্তু ছাগল! একটা মর্কট। জি ও এ টি, দি গোট! ব্ল্যাক গোট। কদ্যপি না।

Book House Pedia

'চিল'-এর অফিসে সপ্তাহে তিনদিন নিয়ম করে বসেন শফিকুল কবির। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা। শনিবার, সোমবার এবং বুধবার। আজ তার অফিসে আসার কথা না। এদিকে যাচ্ছিলেন মনে করলেন, দেখে যাই একটু। ডেস্কে বসতে না বসতেই ইন্টারকম।

'সার, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান?'

'কি ব্যাপার?'

'কি ব্যাপার, ভাই? ... সার, উনি একটা লেখা জমা দিতে চান।'

'লেখা তোমার কাছে রেখে যেতে বলো। অফিসিয়ালি আজ আমি অ্যাবসেন্ট।'

'সার, উনি এক ঘণ্টা আট মিনিট ধরে বসে আছেন। আসার পর আমি বলেছিলাম, আজ আপনি অফিসে আসবেন না। উনি বললেন সার, আপনি আসবেন।'

'কী?'

'জি সার, উনি বললেন আপনি আসবেন। উনি আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

ইন্টারেস্টিং।

কে?

সে?

আগে থেকেই জানে, তিনি আসবেন।

অথচ...

এছাড়া তিনি যখন ঢুকেছেন, রিসেপশনে কাউকে বসে থাকতে দেখেননি।

কথাটা বলতে রিসেপশনের ছেলেটা বলল, 'উনি সার তখন আমাকে বলেই একটু বাইরে গিয়েছিলেন। ব্রাউন পেপারের একটা প্যাকেট আমার ডেস্কে রেখে গিয়েছিলেন।'

'ও। পাঠাও।'

আধ মিনিট পর।

এডিটরস রুমের দরজায় দেখা গেল শ্রীমানকে।

Book House Pedia

'চিল'-এর জন্য শ্রীমান একটা গল্প জমা দিতে এসেছেন।

দেন।

ব্রাউন পেপারের প্যাকেটে গল্প।

গল্পের নাম 'কবরের নৈঃশব্দ্য'।

লেখকের নাম?

নেই।

শেষে আছে হয়ত।

দেখা যাবে।

গল্প কম্পিউটারে টাইপ করে এনেছে। এ-ফোর সাইজের কাগজে। পোনে তেরো পয়েন্ট সুতন্বী। একটু কনডেন্সড? ফাইভ পার্সেন্ট?

কবরের নৈঃশব্দ্য ঘরে...

প্রথম লাইনটা পড়লেন শফিকুল কবির এবং...

ছেলেটা বলা যায়, নাকি লোকটা?

ছেলেটাই।

না লম্বা, না খাটো।

কয়েদীদের পোশাকের মতো শাদা কালো স্ট্রাইপ হাফশার্ট পরে আছে। এমন ম্লান একটা চেহারা! এমনই ম্লান! আর চোখ দুটো এমন নির্জীব। এমনই নির্জীব! ভেতরে ভেতরে একটু না অনেকটাই, অনেকটাই চমকালেন 'চিল'-এর সম্পাদক। ভুলে গেলেন কি বলতে চাচ্ছিলেন, বললেন, 'আপনি এটা কি লিখেছেন?'

তাকালো ম্লান, নিষ্প্রভ ছেলেটা।

প্রাণ নেই দুটো চোখের মণিতে?

কিন্তু আর চমকানো অনুচিত, মনে হলো শফিকুল কবিরের।

কত রকম হয় মানুষ দেখতে।

মড়ার মতো দেখতে অনেকে হয় না?

উদাহরণ, সিদ্দিক ছালেকের শ্বশুর।– শফিকুল কবির একদিন দেখেছেন। পুরান ঢাকার ওয়ার্ড কমিশনার। পরহেজগার ব্যক্তি, অত্যন্ত সজ্জন। কিন্তু একদমই একটা মড়ার মতো দেখতে। কবর থেকে তিনদিন চারদিনের মড়া উঠে এসেছে মনে হয়। সিদ্দিক ছালেকের বউ অবশ্য বাপের চেহারার কাটিং পায়নি।

ছেলেটা বলল, 'জি?'

শফিকুল কবির বললেন, 'ইয়ে...' একটা কথা শুরু হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন। এখন আর সেই কথা ফেরানো যায় না। বললেন, 'কবরের নৈঃশব্দ্য ঘরে... মানে কি এর?'

Book House Pedia

'কবরের নৈঃশব্দ্য।' ছেলেটা বলল।

শফিকুর কবির বললেন, 'কবরের নৈঃশব্দ্য?'

ছেলেটা বলল, 'জি।'

'কবরের নৈঃশব্দ্য কি রকম?'

'কবরের নৈঃশব্দ্যের মতো।'

ত্যাঁদোড়!

'সেটা কি রকম?' শফিকুল কবির বললেন।

আবার তাকালো তরুণ নিষ্প্রভ লেখক। তাকিয়ে যে বাক্যটা বলল, মনে হলো অনেক দূর থেকে বলল। প্রত্যেকটা শব্দ ম্রিয়মাণ অনুচ্চ গলায় উচ্চারণ করল, সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে দিয়ে, 'কবরে না থাকলে সেটা বোঝানো যাবে না, বোঝা যাবে না।'

ফাজিল!

নিষ্প্রভ চেহারার ফাজিল।

কৌতুক বোধ করলেন শফিকুল কবির। কিন্তু কৌতুক তার মুখে ফুটল না। বললেন, 'ও। আপনি কী, কবরে ছিলেন?'

'জি।'

'কী?'

'আমি কবরে ছিলাম।'

পাগল?

উন্মাদ!

বদ্ধ একটা উন্মাদ!

কবরে ছিল?

কবর থেকে উঠে এসেছে এখানে?

গল্প কি কবরে বসে লিখেছে?

বসে না শুয়ে?

পরের লাইনটা একটু পড়েও পড়লেন না শফিকুল কবির, বললেন, 'আচ্ছা, গল্পটা আপনি রেখে যান। আমি পড়ব। মনোনীত হলে, ছয় সংখ্যা দেখবেন, তিন মাসের মধ্যে ছাপা হয়ে যাবে। ছাপা হলে যে কোনোদিন এসে আপনার অনারারিয়াম নিয়ে যাবেন।'

ছেলেটা উঠল, নিষ্প্রভ তাকাল। এবং ম্রিয়মাণ নিচু গলায় বলল, 'আপনি পড়বেন।'

'পড়ব।'

Book House Pedia

অন্যমনস্ক হলেন শফিকুল কবির। ঘরের ছাদ দেখলেন, টিকটিকি দেখলেন আর দালির পেইন্টিংটা দেখলেন। 'পার্সিস্টেন্স্ অভ মেমারি'র প্রিন্ট। —স্মৃতির ঐকান্তিকতা। এটা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে ধ্রুব। আরেক ত্যাঁদোড়!

রুম থেকে বের হয়ে গেছে ছেলেটা।

শফিকুল কবির আবার লেখাটা দেখলেন।-'কবরের নৈঃশব্দ্য।' এটা কি? রহস্য গল্প? সাত পৃষ্ঠা। পোনে সাত পৃষ্ঠার মতো। নিচে 'শেষ' লেখা আছে। কিন্তু কারোর নাম লেখা নেই। কয়েকটা সংখ্যা! ফোন নাম্বার? এইট নাইন এইট নাইন টু নাইন জিরো ফোর থ্রি। এটা কোন এলাকার নাম্বার? সাত পৃষ্ঠাই ভালো করে দেখলেন শফিকুল কবির। কোনো পৃষ্ঠায়ই লেখকের নাম নেই।

ইন্টারকমে কফি দিতে বলে গল্পটা বক্সফাইলে রাখতে গিয়েও, রাখলেন না শফিকুল কবির। পড়তে শুরু করে দিলেন এবং তিন পয়েন্ট শূন্য সাত সেকেন্ডে ডুবে গেলেন 'কবরের নৈঃশব্দ্যে'।

টানা পড়ে শেষ করলেন।

গল্পটা শুরু হয়েছে এরকম–

কবরের নৈঃশব্দ্য ঘরে।

জমাট এবং ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ্য।

অপার্থিব হিম একটা ভাব আছে।

কবর পার্থিব।

কবরের নৈঃশব্দ্য পার্থিব না...

কাটা কাটা লেখা।

শার্প!

শকিং!

চিল্ড হবেই 'চিলে'র পাঠকরা।

আগামী সংখ্যায়ই যাবে 'কবরের নৈঃশব্দ্য।'

এই গল্প ছাপা না হলে ক্ষতি হয়ে যাবে রহস্য সাহিত্যের।

এ নতুন। একদমই নতুন! ট্রিটমেন্টে শকড্ শফিকুল কবির। কিন্তু কে লিখেছে গল্পটা? তার নাম কি?

এইট নাইন এইট নাইন টু নাইন জিরো ফোর থ্রি। রিসেপশন ডেস্ককে এই নাম্বারটা ধরে দিতে বললেন শফিকুল কবির। আধ মিনিট পর ডেস্ক থেকে বলল,

Book House Pedia

'ফোন বাজছে সার, কেউই ধরছে না।'

'আবার একটু দেখো। দুই তিনবার রিং কর।'

চার মিনিট পর পুনরাবৃত্তি, 'ফোন বাজছে সার, কেউই ধরছে না।'

'ঠিক আছে নাম্বারটা নোট করে রাখো।'

'নাম সার?'

বানিয়ে একটা নাম তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন শফিকুল কবির। সুবিনয় মুস্তফী। বলে তার মনে পড়ল বাস্তবের সুবিনয় মুস্তফীকে। বাস্তবের না অবাস্তবের? জীবনানন্দ দাশের কবিতার সুবিনয় মুস্তফী। কবিতা কি বাস্তব?

কে ছিলেন সুবিনয় মুস্তফী?

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
একসাথে বেরাল ও বেরালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার
ইঁদুরকে খেতে খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর...
এরকম কবিতাটা।

পো-র মতো, জীবনানন্দ দাশের কবিতার জগতও রহস্যময় এবং ধূসর। সম্প্রতি ইন্ডিয়ার এক কবিনি একটা কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দকে নিয়ে।- 'হাই জিবস্।' আরেকজন লিখেছেন, 'হাই জীবনানন্দ, বনলতা সেন বলছি।' ইনিও কবিনি এবং ইন্ডিয়ান।- হাই জীবনানন্দ! হাই জীবস্!- ধ্যাষ্টামো। এছাড়া কি আর? অস্বস্তি লাগে শফিকুল কবিরের। সাতটি তারার তিমির মাথায় নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন যে জীবনানন্দ, তিনি তাঁর সময়েই থাকুন না, তাঁকে হাই হুই করার কি দরকার?

তবে ছড়ার মতো কারোর কবিতা নিয়েও অবশ্য বলার রাইট নেই শফিকুল কবিরের। উক্ত কবিতা দুটো তিনি পড়েননি। শিরোনাম দেখেই পড়েননি। এছাড়া বর্তমানে তার পাঠ্য কবির সংখ্যাও সীমিত। বলা যায় একজনই। জীবনানন্দ। অন্যদের লেখা পড়েন না এমন না, কিন্তু মগ্ন হয়ে পড়েন এখনও একমাত্র জীবনানন্দই।- আমরা যাইনি মরে আজো, তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়...! লেখা হবে আর এরকম কখনো? কেউ লিখবেন?

এই জাতীয় আরো অনেক চিন্তা মাথায় নিয়ে বাসায় ফিরলেন শফিকুল কবির।

ফ্রিজে অধ্যাপক, মাস্টার, ছয়-নয়। সঙ্গে রানী অ্যান। সঙ্গে মালিবু।

ঠাণ্ডা আবহাওয়া। অতএব মালিবু। পোনে এক গ্লাস। নিয়ে লিখতে বসলেন শফিকুল কবির। এটা রুটিন। লেখা হোক না হোক তিনি বসেন। বসেন না শোন। এবং এটা রাত ঠিক দশটায়। শুয়ে শুয়ে দুই ঘণ্টা লেখেন। দুই ঘণ্টায় সাত-আট

Book House Pedia

পৃষ্ঠা লেখা হয়। কোনো কোনোদিন অবশ্য এক আধপৃষ্ঠা। কোনো কোনোদিন এক-আধ শব্দ। কোনো কোনোদিন এক-আধ অক্ষর। কোনো কোনোদিন একদম কিছু না। শাদা পাতা থাকে। লেখা হয় না। তবে লেখা হোক কিংবা না হোক, তিনি বসেন এবং এই সময় মোবাইল বন্ধ থাকে তার। হুটহাট কেউ এসে পড়লে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখন তিনি একটা বড় গল্প লিখছেন। এই কয়েকদিনে আঠারো... না, উনিশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। গল্পের নাম রেখেছেন 'নীলিমায়'। রোমাঞ্চ গল্প। স্টোরিলাইন এরকম,

নীলিম আর্টিস্ট। করপোরেট ডিজাইনার। বয়স ২৭। এবং ম্যারিড। বউ কনসিভ করেছে দেড় মাস। তারা আশা করছে তাদের মেয়ে হোক একটা। এই সময় নীলিম একদিন নিশির ডাক শুনল। -'নীলিম আয়।' নিশি একবার ডাকে। না শুনলে কিছু না, শুনে সাড়া দিলেই বিপত্তি। নীলিম শুনল...!

দুই ঘণ্টা না, শফিকুল কবির মালিবু সহকারে পোনে দুই ঘণ্টা লিখলেন। আট পৃষ্ঠা প্লাস এক লাইন।

গল্প শেষ।

গ্লাসে মালিবু আছে আর একটুক।

ফোন ওপেন করলেন শফিকুল কবির।

ওপেন করতে না করতেই এসএমএস।

ওয়ান নিউ

টেক্সট মেসেজ

লেখা দেখা গেল ফোনের ডিসপ্লেতে।

টেক্সট ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে শফিকুল কবির প্রথম ম্যাসেজটা দেখলেন। ইংলিশ অল-ক্যাপ অক্ষরে লিখেছে,

GOLPA PORECHEN
FROM
40929898310

সেই ছেলে!

কবরের নৈঃশব্দ্য!

কলব্যাক করতে হবে একে।

আর দুটো ম্যাসেজ দেখে করবেন। চিন্তা করে শফিকুল কবির পরের এবং

Book House Pedia

পরের ম্যাসেজ দুটো দেখলেন। একই। অল-ক্যাপে– GOLPA PORECHEN FROM-ঐ।

দাড়ি কমা কিংবা প্রশ্ন চিহ্ন দেয়নি।

মানে কি এর?

নাম্বারটা নোট করে নিয়ে কল দিলেন শফিকুল কবির। ফোর জিরো নাইন টু নাইন এইট নাইন এইট থ্রি ওয়ান জিরো।

'অ্যাপ্লিকেশন ফেইলড' লেখা উঠল ডিসপ্লেতে।

অ্যাপ্লিকেশন ফেইলড?

আবার কল দিলেন শফিকুল কবির।

আবার 'অ্যাপ্লিকেশন ফেইলড' হলো।

আবার...

আবার...।

কয়েকবার একই ঘটনা ঘটল।

মালিবুর গ্লাসে সর্বশেষ চুমুকটা দিলেন শফিকুল কবির। শেষ যতটুকু ছিল সবটুক। এতক্ষণে মাথা খুলল এবং শফিকুল কবির আশ্চর্য হলেন! বুদ্ধি-সুদ্ধি কমে যাচ্ছে নাকি তার দিন দিন? না হলে, আশ্চর্য! এত সহজ! অথচ তিনি...। টি এন্ড টির ল্যান্ডফোনের ডিজিট কি এতটা? এটা তার মাথায় কেন ঢুকল না?

আশ্চর্য!

তাকে বোকা বানিয়েছে ছেলেটা!

কিন্তু তিনি... তিনি এইটুকু ধরতে পারলেন না?

আসলে গল্পের ঘোরের মধ্যে ছিলেন।

'কবরের নৈঃশব্দ্য' এবং 'নীলিমায়'...।

ঘোর এবং টেনশন।

'নীলিমায়' পছন্দ করবে তার পাঠকরা?

তিনি কী ধরতে পেরেছেন, নিশির ডাকের সমস্ত শিহরণ? মনে হয় পেরেছেন। প্রুফ দেখার সময় অবশ্য আবার পড়বেন। সংযোজন বিয়োজন করবেন। যদি মনে হয়। তবে মনে হবে না, মনে হয়।

ফোন বাজছে। ইরা কলিং। আই আর এ। নামটা সাংকেতিক। তিনি ধরলেন, হুঁ।'

ইরাবিবি বললেন, 'বাবা ভূতনাথ! কি করো তুমি, আব্বা?'

'পাখির শিস শুনি।' তিনি বললেন।

ইরাবিবি বললেন, 'কী-ই-ই?'

Book House Pedia

'এই দুনিয়ার সবচেয়ে মিষ্টি পাখিটার, সবচেয়ে মিষ্টি শিস শুনি।'

'পাখিটা কে, আব্বা?'

'তুমি বল?'

'আমি? আমি??'

'আর কোন পাখি আছে দুনিয়ায়?'

'কী? ওরে-এ-এ-এ-এহ্! SO-নাটা! উম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌! আমি তোমাকেই বিয়ে করব SO-না। বায়ান্ন না তুমি বাষট্টি, না বাহাত্তর...বাহাত্তুরে বুড়ো হলেও।'

শফিকুল কবির বললেন, 'বিরাশি–' বলেই আটকালেন! নোট ডাউন করা নাম্বারটা দেখলেন। থ্রি এইট নাইন...। আশ্চর্য! মালিবু কী তাকে ধরেছে? মাত্র পোনে এক গ্লাস মালিবু?

ইরাবিবি বললেন, 'কি হলো, আব্বা?'

শফিকুল কবির বললেন, 'এক মিনিট। আমি ফোন করছি তোমাকে। এক মিনিট। ওকে?'

'হোকে, আব্বা।'

লাইন কেটে দিলেন ইরাবিবিই।

নোট ডাউন করা নাম্বারটা স্ক্রিনে এবার উল্টোদিক থেকে টাইপ করলেন শফিকুল কবির। জিরো ওয়ান দিয়ে। ফের কল করলেন। জিরো ওয়ান থ্রি ফোর জিরো নাইন টু নাইন এইট নাইন এইট। 01340929898.

'অ্যাপ্লিকেশন ফেইলড' উঠল না এবার কিন্তু রিং যাচ্ছে বলেও বোঝা গেল না।...না যাচ্ছে। খুবই অদ্ভুত একটা রিং টোন। ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম। এরকম নাকি মালিবু? আতকা ধরে গেছে? ... না হলে... কিন্তু ঝিম ঝিম... কেউ ফোন ধরছে না কেন?

ধরল। হ্যালো বলল না, 'কে'ও বলল না, বলল, 'গল্প পড়েছেন?'

ম্রিয়মাণ সেই অনুচ্চ কণ্ঠস্বর!

শফিকুল কবির বললেন, 'পড়েছি।'

'ছাপা হবে?'

'অবশ্যই। আপ্–'

'না।'

'কি?'

'গল্পটা আপনি ছাপবেন না।'

'কি বলছেন আপনি? এরকম একটা গল্প! আপনার নামটা কী, জানতে পারি?'

'না।' বলে ম্রিয়মাণ গলায় সে হাসল?

Book House Pedia

'কিন্তু আমি গল্পটা ছাপব।' শফিকুল কবির বললেন, 'কার নামে ছাপব?'

'আপনি ছাপবেন না।'

'ছাপব না কেন? কি আশ্চর্য?'

আবার সে হাসল? বলল, 'কবরের নৈঃশব্দ্য ঘরে।'

'কী?' শফিকুল কবির বললেন, 'আপনি এখন কোথায়?'

'আমি? কবরে!'

'কী? কোথায়?'

'একটা কবরে।'

'কবর থেকে ফোনে কথা বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

রাগ হলো শফিকুল কবিরের। তাকে কি মনে করছে গাধাটা? বোকা বানাবে?

আবার বলল, 'কবরের নৈঃশব্দ্য।'

মনে হলো নিশির ডাক এ।

নীলিম আয়!

কবরের নৈঃশব্দ্য!

মনে হলো শফিকুল কবিরের।

'কবরের নৈঃশব্দ্য কবরের নৈঃশব্দ্যের মতো।' ম্রিয়মান কণ্ঠস্বর বলল, 'পড়ে এটা ফিল করা যাবে না!'

'আপনার মতো করে ফিল করতে হবে?' শফিকুল কবির বললেন, 'আপনি এখন কোন গোরস্থানে আছেন?'

'গোরস্থানে না। আমি একটা কবরে। আপনি আসবেন?'

'আমি? কেন?'

'কবরের নৈঃশব্দ্য ফিল করবেন।'

ম্রিয়মাণ কিন্তু কি রকম দৃঢ়ও কণ্ঠস্বর। মনে হলো শফিকুল কবিরের। বিশ্বাস হয় শুনলে।– সত্যি কোনও একটা কবরের ভেতরে শুয়ে এখন কথা বলছে সে!

অ্যাডভেনচারাস শফিকুল কবির বললেন, 'আমি কোথায় আসব?'

'এখনই আসবেন?'

'এখনই। হ্যাঁ।'

'আপনার ড্রাইভার তো নেই এখন।'

তার গাড়ির ড্রাইভারের খবরও রাখে! এ কে?

Book House Pedia

শফিকুল কবির বললেন, 'আমি পারি গাড়ি চালাতে।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?'

রসিকতা!

কিন্তু মনে হলো শফিকুল কবির রসিকতা ধরতে পারলেন না। তাকে নিশিগ্রস্তের মতো দেখাচ্ছে। মালিবুর সাইড এফেক্ট? কোনো কোনো দিন এমন ধরে যায়? আগে কখনো এরকম হয়নি...! শফিকুল কবির বললেন, 'লোকেশন বলেন।'

'মালিবাগ। আবুল হোটেল। ফুটপাতে আমি থাকব।'

মালিবাগ? আবুল হোটেল? কোনও কবর আছে উক্ত এলাকায়? একটা কবর অবশ্য আছে। মুস্তাফার প্রেমের কবর। মালিবাগের 'অগ্নিশিখা' আতিয়ার প্রেমে পড়েছিল মুস্তাফা। আতিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে অন্যত্র।

...কি চিন্তার মধ্যে কি চিন্তা!

এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর মালিবাগে দেখা গেল শফিকুল কবিরকে। রাত হয়ে গেছে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। পার্ক করলেন আবুল হোটেলের সামনে। আবুল হোটেল এখনও বন্ধ হয়নি। দুই তিনজন কাস্টমার খাচ্ছে। এখানে... ফুটপাতে দেখা গেল নৈঃশব্দ্যঅলাকে। কবরের নৈঃশব্দ্যঅলা। সেও দেখেছে শফিকুল কবিরকে।

নিঃশব্দে উঠে এলো গাড়িতে। শফিকুল কবিরের পাশে বসেই বলল, 'রামপুরার দিকে।'

আবার নিশির ডাক!

নীলিম আয়!

নীলিম আয়!

মনে হলো শফিকুল কবিরের। অল্প আলোয় তিনি ছেলেটাকে দেখলেন। আরও ম্রিয়মাণ, আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। নিষ্প্রভ চোখ কিন্তু ডাকময়। আয়! আয়! আয়! আয়! দেখে ভয় লাগল শফিকুল কবিরের? একফোটা না। তিনি ভাবলেন, এ কী সুবিনয় মুস্তফী? ভূয়োদর্শী যুবা?

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই রাতে
একসাথে বেরাল ও বেরালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার...
এটা কি মাস? বাংলা কি মাস?

Book House Pedia

২রা আশ্বিন গেছে কয়েকদিন আগে।

আশ্বিনের জন্মদিন ছিল।

রোবায়েত ফেরদৌসের মেয়ে।

আশ্বিন মাসে জন্ম বলে আশ্বিন। পড়ে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ভালো গান গায়। পিয়ানো বাজায়। জন্মদিনে পিয়ানো বাজিয়ে জন লেননের 'ইম্যাজিন' শুনিয়েছে।

ইম্যাজিন দেয়ার ইজ নো হ্যাভেন...

নো হেল বিলো আস...

ইম্যাজিন অল দ্য পিপল

লিভিং ফর টুডে...।

লিভিং ফর টুডে?

গান করলে আশ্বিনও হয়ত গ্র্যামি-ট্যামি পেয়ে যেতে পারে কোনোদিন। পাক।

আশ্বিন মাস এটা।

তা হলে হেমন্ত।

হেমন্তের এমন একটা রাতেই মনে পড়ে সুবিনয় মুস্তফীকে?

সুবিনয় মুস্তফী এরকম দেখতে?

ভুয়োদর্শী যুবা এমন নিষ্প্রভ?

তারপরও শফিকুল কবির ভাবলেন, এর নাম সত্যিই সুবিনয় মুস্তফী।

আঠারো বিশ মিনিট গাড়ি উড়ল এবং তিনটা শব্দ বলল সুবিনয় মুস্তফী, ডানে, বামে এবং বামে।– মাত্র এই তিনটা শব্দই। শফিকুল কবির কোনো কথাই বললেন না। রাগ নেই আর। এনজয় করছেন ট্রিপটা। ফেইক হোক, যাই হোক, নাথিং ডাজ ম্যাটার। এছাড়া মালিবুর সাইড এফেক্ট সেই নিশি পাওয়া ভাবটাও তার যায়নি।

'এখানে রাখেন।'

গাড়ি সাইড করলেন শফিকুল কবির। এনজিন বন্ধ করলেন। এবং গাড়ি থেকে নামলেন। সুবিনয় মুস্তফীও নামল।

এটা কোন জায়গা?

রাস্তার ধারে অনেকটুক ফাঁকা একটা মাঠ। মাঠের এক ধারে জঙ্গল।

আকাশ দেখলেন শফিকুল কবির।

Book House Pedia

তারা দেখলেন। নক্ষত্র দেখলেন।

জোছনাময়ীকে কোথায়ও দেখলেন না।

জোছনাময়ী চাঁদ।

সুবিনয় মুস্তফী বলল, 'ঐ জঙ্গলে যেতে হবে। হেঁটে যেতে হবে।'

'চলেন।'

ছেলে শফিকুল কবিরের ত্যাড়ামি বোঝে নি।

কবরের নৈঃশব্দ্য?

আচ্ছা!

ও কে।

কিন্তু যদি...

ইয়ার্কি হয়?

নাকি সবটাই ছেলেমানুষী?

অচিন কে একটা কি বলল আর তিনি বের হয়ে পড়লেন নিশির ডাকের মতো! নিশির ডাক। নীলিম আয়! নীলিম আয়! তিনিই কী তার গল্পের নীলিম হয়ে গেছেন?.. ফিরে যেতে পারেন এখনই। কিন্তু আর... এখন আর... কতকিছু মনে হলো শফিকুল কবিরের। এখন আর ফেরা যাবে না। কিন্তু এটা তিনি কেন করলেন? মালিবুর ঘোর? তা হলে আগে আর কোনোদিন এরকম ঘটেনি কেন?

ঘটেনি কারণ...

আগে আর কোনোদিন তার দেখা হয়নি এই সুবিনয় মুস্তফীর... এমন একটা সাসপিশাস নিষ্প্রভ ক্যারেকটারের সঙ্গে। এ তাকে আজ এক রকমের ঘোরের ভেতরে ফেলে দিয়েছে!

জঙ্গল ঘন না।

অন্ধকার জমাট না।

অল্প সংখ্যক জোনাকি জ্বলছে এবং নিভছে।

কাটা একটা বাংকার... না, কবর।

'আমি এই কবরে থাকি।' বলল অচিন সুবিনয় মুস্তফী।

শফিকুল কবির বললেন, 'ও। ...কিন্তু এই কবর তো দেখে তো মাত্র খোড়া বলে মনে হয়।'

Book House Pedia

'খোড়া না মাটি সরানো হয়েছে। আমি উঠেছি।'

'ও।'

'কবরে কিছুক্ষণ না থাকলে কেউ কবরের নৈঃশব্দ্য ফিল করতে পারবে?' এতক্ষণে একটা দীর্ঘ বাক্য বলল সুবিনয় মুস্তফী।

'আপনি আমাকে কি করতে বলেন?' শফিকুল কবির বললেন, 'আমি এই কবরে নামব?'

'হ্যাঁ! আমি আপনাকে মাটি চাপা দেব।' নিষ্প্রভ কিন্তু সম্মোহক কণ্ঠস্বর।

নিশির ডাকের মতো।

নীলিম আয়...

নিশির ডাক শুনলেন শফিকুল কবির।

মনে হলো...

কী মনে হলো?

'নৈঃশব্দ্য অসহ্য লাগলে ফোন করবেন।', সুবিনয় মুস্তফী বলল।

আবার আকাশ দেখলেন শফিকুল কবির। তারা আর নক্ষত্র দেখলেন। একা যারা তারা– তারা। নক্ষত্রদের পরিবার পরিজন থাকে, যেমন সূর্য। সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা অনুভূতি হলো শফিকুল কবিরের। রাতে এর আগে কখনও আর কি তার মনে পড়েনি 'সূর্য' শব্দটা? তিনি মনে করতে পারলেন না। এই প্রথম মনে পড়ল নাকি? মনে পড়ে কী হলো? তিনি ভাবলেন রাতের এই আকাশে সূর্যও যদি থাকত! রাতের অন্ধকার, তারা এবং নক্ষত্রমণ্ডলী সমেত?

'দেরী হয়ে যাচ্ছে।', সুবিনয় মুস্তফী বলল।

আচ্ছা, অরুন্ধতী নক্ষত্র কোনটা? নক্ষত্র? না তারা?

অরুন্ধতী তারা। অরুন্ধতী তারা বিশেষ ক্ষণে দেখলে ঘরের একদম বার হয়ে যায়, যে দেখে। অনেকদিন আর ঘরে সে ফেরে না! পারে না ফিরতে। এরকম কথা আছে পুরানে।

'কবরের নৈঃশব্দ্য!'

ফিসফিস করল সম্মোহক কণ্ঠস্বর।

অরুন্ধতী তারা...

কবরে নেমে পড়লেন শফিকুল কবির।

শুয়ে পড়লেন লম্বালম্বি হয়ে। তাকালেন এবং অরুন্ধতী...

বাঁশের একটা বেড়া ঝুপ করে নেমে এলো কবরের ওপরে এবং আড়াল করে দিল আকাশটা। শফিকুল কবির চোখে অন্ধকার দেখলেন। নিকষ অন্ধকার!

Book House Pedia

...বাঁশের বেড়ার ওপর মাটি ফেলা হচ্ছে। চাপ চাপ মাটি। কতক্ষণে দুনিয়ার সমস্ত নৈঃশব্দ্য নেমে এলো কবরের ভেতরে?

...
...
...
এক সেকেন্ড।
অপেক্ষা করছে সে।
দুই সেকেন্ড।
অপেক্ষা করছে সে।
তিন, ইয়েস...
তার ফোন বাজল।

সে ফোন ধরল এবং শফিকুল কবিরের আর্তস্বর শুনল, 'এই আপনি আমাকে ওঠান...এই আপনি কে?... আমাকে ওঠান... প্লিজ... আমি...'

'কবরের নৈঃশব্দ্য কি রকম?' বলে সে হাসল।

'মাই গড! আপনি আমাকে ওঠান! আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

সে হাসল কিনা বোঝা গেল না। ফোনের লাইন কেটে দিল এবং কল করল একটা হেলপ লাইন নাম্বারে। আহারে! অপারেটর এক কোকিলা ধরল, 'ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার...।' নিষ্প্রভ নিরাবেগ গলায় সে বলল, 'আপা, আমি একটা ফোনের দোকান থেকে বলছি। আমার মোবাইল ছিনতাই হয়ে গেছে... হ্যাঁ আপনাদের কোম্পানির মোবাইল... নাম্বারটা লক করে দেয়া যাবে?...যাবে? ধন্যবাদ।... হ্যাঁ, আমি জিডি করব থানায়... এখনই লক...হ্যাঁ, আমি নাম্বারটা বলছি...' বনে ম্লান নক্ষত্রের আলোয় যে নাম্বারটা বলে দিল সে, সেটা শফিকুল কবিরের নাম্বার!

...লক করে দেয়া হবে নাম্বারটা!

Book House Pedia

হাঁটি হাঁটি

পা পা

যেদিক খুশি

সেদিক যা

নক্ষত্রের ম্লান আলোয় সে একবার কবরটা দেখল। এবং ভাবল সে এখন কোনদিকে যাবে?

ঈশান, অগ্নি না নৈঋত?

আহ্! এটা এখন শফিকুল কবিরের কবর!

হিয়ার লাইজ মিস্টার শফিকুল কবির...।

এপিটাফে কী লেখা থাকবে?

শফিকুল কবিরের নাম্বারে আবার একটা কল দিল সে। নিশ্চিত হয়ে নিল। নাম্বার লক করে দেয়া হয়েছে।

ঠাণ্ডা একটা হাওয়া দিল হঠাৎ।

হেমন্তের মন উড়ানী হাওয়া। তার মনও উড়ল?

হয়ত উড়ল।

হয়ত...

উড়ল না।

ম্লান নক্ষত্রের আলোয় এত বোঝা যায়?

শফিকুল কবিরের অচিন সুবিনয় মুস্তফী।

কিংবা কবরের নৈঃশব্দ্যের গল্পকার।

শফিকুল কবিরের নিঃশব্দ কবরটা আরেকবার দেখে হাঁটা দিল সে।

Book House Pedia